জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

সংস্কারের উদ্যোগ

বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি ও রাস্তা দ্রুত সংস্কারের উদ্যোগ রাজ্যের। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরই ভেঙে-পড়া বাড়ি তৈরি ও গ্রামীণ রাস্তার মেরামতির দায়িত্ব নেবে। পুজোর পরই কাজ শুরু হবে

স্পষ্ট নিম্নচাপ

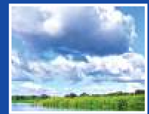

গভীর নিম্নচাপ শক্তি হারিয়ে আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে স্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হবে। দক্ষিণের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। সোমবার পর্যন্ত উত্তরের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী বৃষ্টি

হিডকোর চেয়ারপার্সন পদে দায়িত্ব নিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা

বিজেপির অসম উত্তাল, কোচ রাজবংশীদের উপর অত্যাচার

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১১০ • ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ • ২৬ ভাদ্র ১৪৩২ • শুক্রবার • দাম - ৪ টাকা • ১৬ পাতা • Vol. 21, Issue - 110 • JAGO BANGLA • FRIDAY • 12 SEPTEMBER, 2025 • 16 Pages • Rs-4 • RNI NO. WBBEN/2004/14087 • KOLKATA

ফুটবলে শট মেরে স্বামী বিবেকানন্দ কাপের উদ্বোধন করলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার বেলুড়ে।

নয়া প্রতিভার সন্ধানে শুরু স্বামী বিবেকানন্দ কাপ

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় প্রতিভাবান বাঙালি ফুটবলার তুলে আনা এবং বাংলার যুব সমাজের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর এবং আইএফএ-র যৌথ উদ্যোগে সূচনা হল স্বামী বিবেকানন্দ কাপের। স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার ১৩৩ বছর পূর্তির দিনটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য। বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত বেলুড় মঠের শিল্প মন্দিরের মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই প্রতিযোগিতা। স্বামীজির বাণী ও আদর্শকে বাংলার যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিশ্রুতিমান ফুটবলার তুলে আনতেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্রীড়ামন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যানপালন মন্ত্রী অরূপ রায়, ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি, স্বামী বোধসরানন্দ মহারাজ, স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দ মহারাজ, বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, (এরপর ১০ পাতায়)

সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার বৈঠক

ভাল করলে পুরস্কার খারাপ কাজে তিরস্কার

প্রতিবেদন : ভাল কাজে পুরস্কার, খারাপ কাজে তিরস্কার। বৃহস্পতিবার সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সঙ্গে তাঁর নির্দেশ প্রত্যেককে বুথে বুথে যেতে হবে। মানুষের সঙ্গে আরও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। কোনওভাবে দুর্নীতি বরদাস্ত করবে না দল। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও।

দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, গ্রামের সাধারণ মানুষের কথা শুনতে হবে, তারা কী চায় জানতে হবে। সম্প্রীতি বজায় রাখতে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। ভাল কাজ করলে তার পুরস্কার আছে, খারাপ কাজ করলে কোনওভাবে বরদাস্ত করবে না দল। কোনও সমস্যা তৈরি হলে নিজেদের মেটাতে হবে। এ ছাড়াও আমাদের 'পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিকে ভালভাবে করতে হবে। প্রত্যেক জনপ্রতিনিধি স্থানীয় নেতৃত্ব ক্যাম্পে যাবেন। রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির প্রচার আরও বেশি করে করতে হবে। বিজেপির ভাষাসন্ত্রাস ও এসআইআর নিয়ে লাগাতার প্রতিবাদ-কর্মসূচি করতে হবে। (এরপর ১০ পাতায়)

সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক। ছবি উপহার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। রয়েছেন সুব্রত বক্সি।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ—'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

সোপান

বাংলা হচ্ছে সভ্যতার পীঠস্থান।
এ মাটি সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর।
এ মাটি জাগরণের জন্মস্থান,
নব্যতার স্বজন ও অলঙ্কার।
মানুষের পরিচয়ের প্রদীপ
গৌরব ও সমৃদ্ধির সমাহার।
এ মাটি স্বরবর্ণের অ-আ,
ব্যঞ্জনবর্ণের দে খা।
মাটিতেই মিশেছে ধূলিকণা,
জন্ম থেকেই যায় শেখা।
এ মাটি অতীতের স্বর্গ,
বর্তমানেও ধন্য,
এ মাটি ভবিষ্যতের অর্ঘ্য
পুণ্যভূমিতে পুণ্য।
এ মাটিতে জন্মে মানুষ।
মনুষ্যত্বের বাহার!
এ মাটি করে আলোকিত
এ মাটি সমাজ শিক্ষার।
এ মাটির প্রণাম সেলাম।
গায় সবার জয়গান,
এ মাটি তোমার-আমার
ভালোবাসার সোপান।

ধর্ম যার যার—উৎসব সবার ■ মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা নিয়ে

ওয়েবসাইটের উদ্বোধন ■ নাম নেওয়া শুরু অনলাইনে

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০২৫

প্রতিবেদন : ধর্ম যার যার— উৎসব সবার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অমোঘ এবং সম্প্রীতির বাণীকে সামনে রেখেই ঘোষণা হল 'বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান ২০২৫'। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অবনীন্দ্র সভাঘরে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শান্তনু বসু, সংস্কৃতি অধিকর্তা কৌশিক বসাক-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জানানো হল বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান সংক্রান্ত বিষয়ের নানা খুঁটিনাটি। এদিন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন উদ্বোধন করেন বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান সংক্রান্ত তিনটি ওয়েবসাইটের (www.egiyebangla.gov.in), (www.icad.wb.gov.in), (www.bbss.wb.gov.in). এই ওয়েবসাইটগুলির মাধ্যমেই কলকাতা-সহ দেশ-বিদেশের দুর্গাপুজো কমিটি অনলাইনে আবেদন (এরপর ১০ পাতায়)

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। সঙ্গে দফতরের সচিব শান্তনু বসু। রয়েছেন কৌশিক বসাক ও কৌস্তভ তরফদার।

টেট আন্দোলন অযৌক্তিক, শীঘ্র শূন্যপদ ঘোষণা

জানালেন শিক্ষামন্ত্রী

প্রতিবেদন : আজকের টেট পরীক্ষার্থীদের বিধানসভা অভিযান ও আন্দোলন পুরোপুরি অর্থহীন ও অযৌক্তিক। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এমনই অভিমত শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিলেন খুব শিগগিরই ২০২২-এর টেটের শূন্যপদের ঘোষণা করা হবে। তিনি বলেন, এমন সময়ে এই আন্দোলন করা হচ্ছে, যেখানে ক-দিন আগেই পর্ষদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে শিগগিরই শূন্যপদের তালিকা (এরপর ১২ পাতায়)

নেপালে প্রকাশ্যে হাতাহাতি জেন-জির সদস্যদের মধ্যে

প্রতিবেদন : অগ্নিগর্ভ নেপাল ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থার দিকে এগোলেও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কে হবে তা নিয়ে চূড়ান্ত মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে আন্দোলনকারীদের মধ্যে। রাজপথে প্রকাশ্যে মারামারি করতে দেখা যাচ্ছে আন্দোলনকারী ছাত্র-যুবদের। সেনার সদর দফতরের সামনের রাস্তা কার্যত রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে বৃহস্পতিবার। ঘুসোঘুসি, লাথালাথি কিছুই বাদ যায়নি! দেশের প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলার দায়িত্ব সেনাবাহিনী নিজেদের হাতে তুলে নিলেও ক্রমেই মাত্রাছাড়া হয়ে ওঠে সংঘর্ষ। লাঠি চালিয়েও পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে হিমশিম খেয়ে যায় পুলিশ। আসলে বুধবার রাত পর্যন্ত প্রায় নিশ্চিত ছিল, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হচ্ছেন সে-দেশের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ৭৩ বছরের সুশীলা কার্কি। শোনা যায়, ৫০০০ আন্দোলনকারী ভার্চুয়াল মিটিং করে স্থির করেছেন সুশীলা কার্কির নাম। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণ (এরপর ১২ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রী পদে উঠে এল নতুন নাম কুল মান ঘিসিং।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানা রকম

12 September, 2025 • Friday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৫৩ জ্যাকলিনের সঙ্গে জন কেনেডি এদিন পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। কেনেডি তখনও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হননি, আগের বছরই সবে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসেবে সেনেটর নির্বাচিত হয়েছেন। আর জ্যাকলিন তখন ওয়াশিংটন টাইমস হেরাল্ডের ফটো জার্নালিস্ট। নিউ পোর্টের সেন্ট মেরির রোমান ক্যাথিলিক গির্জায় এই বিবাহ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রায় ৮০০ জন অতিথি। আমন্ত্রণপত্র না থাকায় অনুষ্ঠানস্থলে ঢুকতে না পেরে ফিরে যেতে হয়েছিল হাজার হাজার মানুষকে। বিয়ের প্রায় দশ বছর পর আমেরিকার ৩৫তম প্রেসিডেন্ট কেনেডি আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। আর তারও প্রায় পাঁচ বছর পর গ্রিক ধনকুবের অ্যারিস্টো ওনাসিসকে বিয়ে করেন জ্যাকলিন।

১৯১২ ফিরোজ গান্ধী (১৯১২-১৯৬০) এদিন মুম্বইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন। ১৯৫২ সালে রায়বেরিলি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে লোকসভার সাংসদ হন। পত্নী ইন্দিরা গান্ধী এবং পুত্র রাজীব গান্ধী পরবর্তীকালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

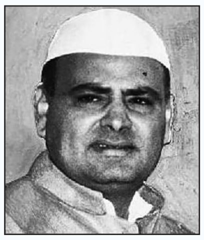

২০১৪ হীরালাল চৌধুরী (১৯২১-২০১৪) এদিন কলকাতায় পরলোক গমন করেন। স্বনামধন্য মৎস্য বিজ্ঞানী। কার্প জাতীয় মাছের 'প্রণোদিত প্রজননের জনক' তিন দশকের বেশি সময় ধরে প্রাণিবিজ্ঞান তথা মৎস্যবিজ্ঞানের উন্নতিসাধনের ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগে অসামান্য অবদানের জন্য দেশে-বিদেশে এক সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

১৯৭৭ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষবিরোধী আন্দোলনের নেতা স্টিভ বাইকো টানা তিনদিন পুলিশ হেফাজতে অত্যাচার সহ্য করার পর এদিন মারা যান। তাঁর বয়স তখন ৩০ বছর। পোর্ট এলিজাবেথের জেলে কারারক্ষীরা আগের দিন দেখে মারের চোটে তাঁর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বের হচ্ছে। সেই অবস্থায় তাঁকে ৭৫০ মাইল দূরের প্রিটোরিয়াতে নগ্ন অবস্থায় হাতে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার জেল হাসপাতালে এদিন বাইকোর মৃত্যু হয়।

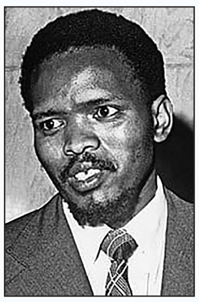

১৮৯৪ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০) এদিন উত্তর চব্বিশ পরগনার সুরতিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিকের বাবা ছিলেন কথক ও পুরোহিত। বিভূতিভূষণের বাল্য ও কৈশোর কাটে দারিদ্র, অভাব, অনটনের মধ্যে। পড়াশোনা শেষ করে তিনি শিক্ষকতা করতে শুরু করেন। ছেলেবেলা থেকে পল্লিপ্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য তাঁকে টানত। প্রথম গল্প 'উপেক্ষিতা' প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়। তাঁর লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক', 'দেবযান', 'আদর্শ হিন্দু হোটেল', 'চাঁদের পাহাড়' প্রভৃতি। মৃত্যুর পর 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

১৯৩১ নিমাইসাধন বসু (১৯৩১-২০০৪) এদিন হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ এ এল ব্যাশমের কাছে ভারততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ও পরে ডি'লিট পান। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। পরে বিশ্বভারতীর উপাচার্য হন। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন, বিবেকানন্দ, সারদাদেবী ও সুভাষচন্দ্রের ওপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৯৭০ ৫৬ জন যাত্রী সহ তিনটি বিমান উড়িয়ে দিল প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিরা। জর্ডনের মরু অঞ্চলে ইউরোপ ও আমেরিকার এই বিমানকে হাইজ্যাক করে নিয়ে আসে তারা। দাবি, প্যালেস্তিনীয় কয়েদিদের মুক্তি। ২৫০ জন যাত্রীকে ছেড়ে দেওয়ার পরও তাদের দাবিপূরণ না হওয়ায় অবশিষ্ট যাত্রীসমেত বিমানগুলিকে উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা।

১১ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৯৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১০০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৪৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৫৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৫৪০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৪৫	৮৭.৯৩
ইউরো	১০৪.৮২	১০২.৮৬
পাউন্ড	১২১.১৪	১১৮.৮৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়

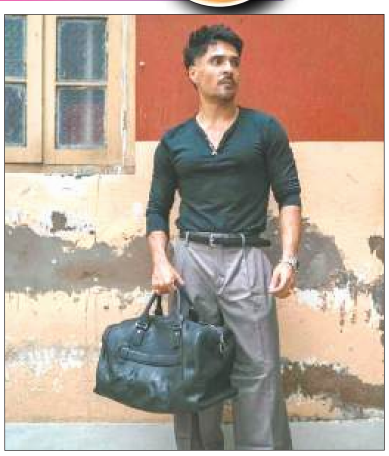

■ গৌরব

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান

■ বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুর পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের 'পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে উপস্থিত পুরপ্রধান গিরিধারী সাহ, পুর পারিষদ সন্তোষ সিং-সহ অন্যেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৯৩

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. উৎসাহ ৪. সুযোগ নেওয়া ৬. পোষিত ৭. মসনদ, সিংহাসন ৯. তদবধি ১২. বন্দি, অবরুদ্ধ ১৩. ভানকারী ১৪. বড়ি, গুলি।

উপর-নিচ : ১. গোলাকার, বর্তুল ২. দূরগত ৩. নির্জীব, নিস্তেজ ৫. লোভী ৮. নতুন বিবাহিতা ১০. পতি, স্বামী ১১. খেলা করতে ইচ্ছুক ১২. আশ্চর্যজনক।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৯২ : পাশাপাশি : ১. উদ্দীপনা ৩. বীরত্ব ৫. চাম ৭. শশ্বৎ ৮. সহস্র ১০. ঘাতক ১২. লক্ষিত ১৪. জগ ১৭. টাউন ১৮. ফাটবাজ। **উপর-নিচ :** ১. উপচা ২. নাগেশ ৩. বীভৎস ৪. ত্বষ্টা ৬. মর্ষিত ৯. হরজ ১১. কলস্বন ১৩. তয়ফা ১৫. গরজ ১৬. হ্যাটা।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার শহর
12 September, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in
৩
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শুক্রবার

ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদে ধরনায় উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস

ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : উত্তরের সফর সেরে বৃহস্পতিবার বিকেলে কলকাতায় ফিরলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার জলপাইগুড়িতে পরিষেবাপ্রদান অনুষ্ঠান ছিল। তার আগের দিন উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী উত্তরকন্যায় রাত জেগে নেপাল পরিস্থিতি নিয়ে মনিটরিং সেরেছিলেন। এবার জলপাইগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিলান্যাস করেন। উত্তরের আট জেলায় পাট্টা দেন ১১,৬০০ জনকে। আলিপুরদুয়ারে চা-সুন্দরী প্রদান করেন। একইসঙ্গে এলাকার মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ সারেন মুখ্যমন্ত্রী। শুনেছেন তাঁদের কথাও।

পুলিশের বড় সাফল্য, নারী পাচারচক্রের পর্দাফাঁস, ধৃত ৬

প্রতিবেদন : ফের বড় সাফল্য কলকাতা পুলিশের। তৎপরতার সঙ্গে খাস কলকাতায় বড় পাচারচক্রের চক্রান্ত ভেস্তে দিল পুলিশ। পাচার রুখে উদ্ধার হল ৯ জন নাবালিকা-সহ মোট ১১ তরুণী। বুধবার গভীর রাতে গিরিশ পার্কের একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৪ পাচারকারী-সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করল বটতলা থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই বাড়িতে পৌঁছয় পুলিশের বিশাল দল। তল্লাশি অভিযানে গিয়ে দেখা যায়, জায়গার অভাবে একসঙ্গে রীতিমতো কষ্ট করেই রাখা হয়েছে একাধিক নাবালিকাকে। সকলেরই বয়স ১২ থেকে ১৬-র মধ্যে। পুলিশের প্রশ্নের মুখে কথার সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলেন অনেকেই। এমনকী, অসংলগ্ন উত্তর দেন বাড়ির মালিকও। এরপরেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, পাচারের উদ্দেশেই এই নাবালিকাদের শহরে আনা হয়েছিল। রাজ্যের বাইরে কোথাও পাচারের ছক ছিল কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, এর আগেও এই চক্র বহুবার একই কায়দায় নাবালিকা পাচার করেছে। তদন্তকারীদের এও ধারণা, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও নাবালিকা উদ্ধার হতে পারে। এর আগে শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার থেকে একইভাবে পাচার রুখে তরুণীদের উদ্ধার করেছিল করা হয়েছিল। দূরপাল্লার ট্রেন ও বাস থেকে উদ্ধার হয়েছিল বহু নাবালিকা। গিরিশ পার্কের ঘটনার সাথে উত্তরবঙ্গের সেই পাচারচক্রের কোনও যোগ আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বাংলার একজন বৈধ ভোটারের গায়ে হাত পড়লে দিল্লি ঘেরাও, হুঁশিয়ারি তৃণমূলের

প্রতিবেদন : একজন বৈধ ভোটারের গায়ে হাত পড়লে, এক লক্ষ তৃণমূলকর্মী দিল্লিতে নির্বাচন অফিস ঘেরাও করবে। ডোরিনা ক্রসিংয়ের প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে সাফ কথা তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষের। বৃহস্পতিবার ধরনামঞ্চের নেতৃত্ব দেয় উত্তর কলকাতা তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলা বললেই বাংলাদেশি তকমা দেওয়ার বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় তৃণমূল সতর্ক করেছে বিজেপি রাজ্যগুলিকে। বিজেপিকে কটাক্ষ করে উত্তর কলকাতার নেতৃত্ব বলেন, বিজেপি রাজনীতিতে না পেরে আর্থিক বঞ্চনা করছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাতেও রুখতে না পেরে এবার বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। বাংলাও এই অসভ্যতার শেষ দেখে ছাড়বে। উচিত শিক্ষা দেবে। এদিনের সভায় ছিলেন, রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অতীন ঘোষ, পরেশ পাল, সুপ্তি পান্ডে, স্বর্ণকমল সাহা, জীবন

সাহা, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন সমাদ্দার, চিনু বিশ্বাস, প্রিয়াল চৌধুরী, অলকানন্দা দাস, অয়ন চক্রবর্তী, সন্দীপন সাহা, শচীন সিং, পবিত্র বিশ্বাস, প্রিয়ঙ্ক পাণ্ডে, পাপিয়া বিশ্বাস, সোহিনী মুখোপাধ্যায়, শ্রেয়া পান্ডে, ঋজু দত্ত, প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া, মৃত্যুঞ্জয় পাল-সহ আরও অনেকে।

ভুয়ো ভোটার প্রসঙ্গ তুলে কুণাল এদিন বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার পক্ষে। কারণ, কমিশন অন্য রাজ্যের ভোটারদের এই রাজ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এই কারচুপি প্রথম ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিবাদ করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশন কী করছিল? কিন্তু বাংলার কোনও বৈধ ভোটারের গায়ে হাত পড়তে দেবে না তৃণমূল। এবার ওরা শিকড় ধরে টান দিচ্ছে। বলছে বাবা-মায়ের জন্মপঞ্জি দেখাতে হবে। তৃণমূলের প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাবার বার্থ সার্টিফিকেট দেখাতে পারবেন?

বাংলার মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান বলে বিরোধীরা প্রশ্ন তোলে। ভাষাসন্ত্রাসের প্রতিবাদ মঞ্চ থেকে তৃণমূলের জবাব, বাংলা থেকে যদি ২২ লক্ষ বাইরে কাজ করতে যায়, তাহলে জেনে রাখুন অন্য রাজ্যের দেড় কোটি মানুষ এ রাজ্যে রয়েছেন। সম্প্রতি এসএসসি পরীক্ষায় ১০% পরীক্ষার্থী ভিনরাজ্যের, যার মধ্যে ৯৫% বিজেপি রাজ্যের। ওরাই এসে বলেছে ওইসব রাজ্যে কাজ নেই, চাকরি নেই। কুণাল বলেন, জেনে রাখুন বাংলার মানুষই বিজেপির কুৎসা, নোংরা রাজনীতি আর ভাষাসন্ত্রাসের জবাব দেবেন। ২০২৬ সালে কম করে ২৫০ আসনে জিতে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফের মেট্রো-বিভ্রাটে চূড়ান্ত ভোগান্তি, ক্ষুব্ধ যাত্রীরা

প্রতিবেদন : দিন-দিন মেট্রো সফর যেন দুঃস্বপ্নের যাত্রা হয়ে উঠছে। অফিসটাইমে সময় বাঁচাতে মেট্রো ছাড়া গতি নেই। অথচ সেই মেট্রোই এখন অফিস-কাছারিতে পৌঁছনোয় দেরি হওয়ার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই চূড়ান্ত ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে যাত্রীদের। বৃহস্পতিবারও ব্লু লাইনে যান্ত্রিক গোলযোগে দীর্ঘক্ষণের জন্য থমকে যায় মেট্রো চলাচল। এদিন বেলা ১২টার কিছু পরে প্রায় আধঘণ্টার জন্য শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে মহানায়ক উত্তমকুমার অর্থাৎ টালিগঞ্জ পর্যন্ত মেট্রো চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। যার জেরে ব্যাপক বিপাকে পড়েন যাত্রীরা। এদিন বেলা ১২টা ২০ মিনিটে হঠাৎ ঘোষণা হয়, প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম স্টেশনের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ থাকবে। কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়, কবি সুভাষ স্টেশনে একটি পয়েন্ট খারাপ হয়ে যাওয়াতেই এই বিপত্তি। প্রায় ৪০ মিনিট পর বেলা ১টা নাগাদ ফের পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু যাত্রীদের অভিযোগ, হঠাৎ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অফিসটাইমে ভিড় সামলানো বেশ সমস্যা হয়েছে। অনেকেই বিকল্প পথে বাস বা অটো ধরতে বাধ্য হয়েছেন। তবে সেখানেও ভিড় বেশি হওয়ায় ভুগতে হয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরেই একাধিকবার মেট্রো পরিষেবা বিঘ্নিত হওয়ার ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। তাঁদের মতে, সময় যত গড়াচ্ছে পরিষেবার মানোন্নয়ন তো হচ্ছেই না উল্টে নিম্নমুখী হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

12 September, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ফুটবলের মহাযজ্ঞ

বাংলার বুকে এক অভিনব টুর্নামেন্ট। যার মূল মস্তিষ্ক অবশ্যই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার ১৩৩ বছরকে সামনে রেখে স্বামী বিবেকানন্দ কাপ। স্বামীজি বলতেন, গীতা না পড়ে যদি ফুটবল খেলে যুবকেরা সেটাও চরিত্র গঠন করতে সাহায্য করবে। রাজ্য সরকার শুধু মুখের কথা নয়, আইএফের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতর এক বিরাট কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ল। উদ্বোধন হল স্বামীজির বেলুড় থেকেই। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। আসল লক্ষ্য কী? বাংলার ফুটবলে ক্রমশ বাঙালি বা বাংলার খেলোয়াড়দের সংখ্যা কমছে। বাংলায় প্রতিভা নেই তা কখনওই হতে পারে না। দরকার সুষ্ঠুভাবে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই কাজটি পরিচালনা করা। সেই কাজটাই শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। প্রত্যেক জেলায় আটটি দলকে নিয়ে খেলা হবে। তিন মাস ধরে প্রায় সাড়ে ৩০০ ম্যাচ খেলা হবে। ভাবাই যায় না কী বিরাট কর্মযজ্ঞ এবং কী সুচারুভাবে কর্মযজ্ঞকে তৃণমূল স্তরে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পুরস্কার মূল্যের পরিমাণও রীতিমতো চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো। ফলে এই টুর্নামেন্টকে কেন্দ্র করে গ্রামবাংলায় যে ফুটবলের একটা নতুন উন্মাদনার জন্ম হবে বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলার তিন প্রধান তো আছে। কিন্তু সেই তিন প্রধানে বাংলাভাষীদের খেলতে দেখলে একটু আনন্দ তো হবেই।

এখন আশার আলো দেখছি

দুধ আর জল আলাদা করতে গিয়ে হিমশিম অবস্থা ভারত সরকারের। বোঝা দায়, কে ভারতের আসল বাসিন্দা আর কে বিদেশ থেকে আসা লোক। মোদি সরকার দুধ ও জল পৃথক করার অঙ্গীকার নিয়েছে। ভোটার তালিকা থেকে ‘বিদেশি’দের বিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে শুরু হয়েছে এসআইআর। আর এখানেই বেধে গিয়েছে গোল। ভোটার তালিকায় স্বচ্ছতা সবমসয়ই কাম্য। তাতে কারও নাম একাধিক জায়গায় থাকলে তার সংশোধন জরুরি। বাদ দিতে হবে মৃত ভোটারদেরও নাম। বিদেশিদের নামও খারিজ হওয়া দরকার। কারণ গোলমেলে ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং সরকার গঠন হলে তাকে গণতন্ত্রের গোড়ায় গলদ বলেই মানতে হবে। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ত্রুটিমুক্ত হবে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সেই দুরূহ কাজটি করতে গিয়েই কেঁচে গণ্ডূষ করে ফেলছে নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। অন্তত বিহারের ক্ষেত্রে ৬৫ লক্ষ নাম বাতিলের তথ্য সামনে এসেছে! আসলে এক্ষেত্রে সাংঘাতিক অনিয়ম ঘটেছে। যাদের নাম বাদ পড়েছে তাদের বেশিরভাগই গরিব, প্রান্তিক ও দুর্বল শ্রেণির লোক। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই এই ‘অনাচার’ করা হয়েছে। মামলা গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। মূল বিতর্ক নাগরিকত্ব প্রমাণের নথিগুলি নিয়ে। কারণ যে ১১টি নথি ইসিআই কর্তৃক ‘গ্রাহ্য’— তা সবার কাছে নেই। রেশন, আধার এবং ভোটার কার্ড ওই তালিকায় না-রাখাতেই বিপাকে পড়েছে অসংখ্য নাগরিক। বিতর্কের অবসানে অবশেষে নির্দেশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত। এসআইআর প্রশ্নে তারা আধারকেও বিবেচনার পরামর্শ দিয়েছিল আগেই। তা সত্ত্বেও বিহারে এসআইআর-এ প্রামাণ্য নথি হিসেবে আধার কার্ড গ্রাহ্য ছিল না। এমনকী, আধারের মাধ্যমে জমা দেওয়া আবেদনপত্র বাতিলের খবরও শোনা যাচ্ছিল। সোমবার এই তথ্য সুপ্রিম কোর্টে পেশ হতেই ইসিআই’কে নির্দেশ দেওয়া হল যে, বিহারে ভোটার তালিকায় নাম তোলা বা বাতিলের জন্য আধার কার্ডকে প্রামাণ্য নথি হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের সাফ মন্তব্য, ‘আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় ঠিকই, তবে এটি অবশ্যই সরকার স্বীকৃত পরিচয়পত্র। তাই আধারও গ্রাহ্য হবে এসআইআর-এ। ইনিউমারেশন ফর্ম ফিলাপে আধারকে ১২তম নথি হিসেবে মানতে হবে। এই ব্যাপারে কমিশন শীঘ্রই নির্দেশিকা জারি করবে।’ শীর্ষ আদালতের এই নির্দেশে আশার আলো দেখছে বাংলাও। — **সোনালী ঘোষ, কল্যাণী, নদিয়া**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

আধার আমাদের দাবি
আধার ভোটারের অধিকার

ভাবুন, বিহারে মাত্র দেড় বছরে অর্থাৎ ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে গৃহীত নির্বাচকদের তালিকা প্রকাশ থেকে ২০২৫-এর SIR প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে ২২ লক্ষ লোক মৃত! তার মানে একটি রাজ্যে দেড় বছরে এত মৃত্যু! এ তো অতিমারির থেকেও ভয়াবহ! নাকি ২০২৪-এর তালিকা ভুল? তবে তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই ঠিক বলেছেন। আসলে SIR-এর সঙ্গে আধার কার্ড সংযুক্ত হলে মানুষকে আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না, সহজেই তারা সংশোধনী প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। তাই ভয় দেখানোর রাজনীতি জরুরি। বিজেপির খেলাটা ধরে ফেলেছি আমরা। লিখছেন অধ্যাপক **ড. প্রদীপ্ত মুখোপাধ্যায়**

১৫ আগস্ট ২০১৯, লালকেল্লা থেকে ভাষণ দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে জানালেন আধার এমন এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে Last Man Delivery সম্ভব হয়েছে। তিনি নানান সময় বলেছেন আধার কার্ডের সঙ্গে ব্যাংকের লিংকের মাধ্যমে যেভাবে মানুষের কাছে সরাসরি সরকারি সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে তা মানুষের ক্ষমতায়নের জন্য অনন্য প্রয়াস। আগের সরকারের সময় তিনি প্রায় ৮ কোটির বেশি এমন সরকারি উপভোক্তা পেয়েছিলেন যারা আজ অবধি জন্মাননি! কাগজে অস্তিত্বসম্পন্ন হয়ে স্কলারশিপ থেকে শুরু করে গ্যাস ভর্তুকি কিংবা বিধবা ভাতা পেয়েছেন। এমনকী এদের মধ্যে অনেকে সরকারি চাকরিও করতেন। উনি ক্ষমতায় তিনি একা কুম্ভ হয়ে কাগজের অদৃশ্য মানুষদের চিহ্নিত করে আধার কার্ডের মাধ্যমে একদিকে সরকারি অর্থ বাঁচিয়েছেন, যার পরিমাণ প্রায় দেড় লক্ষ কোটি টাকা, এবং অন্যদিকে প্রকৃত উপভোক্তাদের সরকারি সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন।

একই সময়ে এক বেসরকারি চ্যানেলের কমক্লেভে আধারের গুণগান করতে গিয়ে তিনি বলেন বিশ্বের এমন কোনও রাষ্ট্র নেতা নেই যারা আধার কার্ড ব্যবস্থা সম্পর্কে অবাক হয়ে উনিজিকে জিজ্ঞেস করেননি যে তিনি কীভাবে এমন অসাধ্য সাধন করলেন; যেখানে প্রত্যেক ভারতের তথ্য তাঁর হাতে রয়েছে। গর্বিত রক্ষাকর্তার মতো উনিজির এহেন কথা আজও তাঁর নিজের ইউটিউব চ্যানেলে পাওয়া যাচ্ছে। ২০১৬ সালে আধার আইন নিয়ে আসার পর থেকে উনিজির সদর্প ঘোষণা— আধার ব্যবস্থা এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ যার মাধ্যমে “উপভোক্তারা” সরাসরি সরকারি সুবিধা পাবেন। এখানে উপভোক্তা শব্দটির গুরুত্ব অনুধাবন জরুরি। মাথায় রাখতে হবে যে কোনও সরকারি এহেন কল্যাণকামী সুবিধা শুধু ভারতীয়দের জন্যই বরাদ্দ, বিদেশিদের জন্য নয়। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় অধিকারগুলি ভারতীয়দের জন্য ভারত সরকার সরবরাহ করে থাকে।

তাহলে প্রশ্ন, যে সরকারের প্রধান বারংবার আধারের এত গুণগান করলেন, কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে নানান সংস্থাকে যুক্ত করে মানুষকে লাইনে দাঁড় করিয়ে, ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করে সকল দেশবাসীর চোখের হাতের ছাপ নিয়ে সুসংহত আধার ব্যবস্থা করলেন; সেই তিনি কেন ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের জন্য চিহ্নিত ১১টি নথির থেকে আধারকে বাদ করলেন? সাংবিধানিক সংস্থার রক্ষাকর্তা দেশের প্রধান কেন নির্বাচন কমিশনকে SIR-এর জন্য আধার সংযুক্তির নির্দেশ দিলেন না? বরং বারবার বলা হল আধার নাগরিকতার প্রমাণ নয় এবং তাকে নকল করা সহজ! আরও প্রশ্ন হল, যে আধারের নামে ৫৬ ইঞ্চি ছাতি গোরিলার মতন বুক বাজিয়ে হুংকার দিয়ে ভারতীয়দের পরিষেবা পৌঁছে দিতে বিরোধীদের এক হাত নিয়েছিলেন, তা ভুল ছিল? ব্যবস্থার মধ্যে কি আজও কোটি কোটি ভুয়ো উপভোক্তা আছে?

আবার, আধার যদি নাগরিকতার প্রমাণ না হয় তাহলে যে ১১টি কাগজের কথা বলা হয়েছে তার সব ক’টি নাগরিকতার প্রমাণ তো? এমনকি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের শংসাপত্রও সেখানে রয়েছে! আধার যদি নকল করা যায় তবে বাকি ১১টি নথি নকল করা যাবে না এই গ্যারান্টি স্বয়ং উনিজিও দিতে পারবেন না! এমন অনেক বিতর্কের মধ্যেই আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লড়াই শুরু হয়। যাকে যোগ্য সহযোগিতা করেন আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরো ভারত জুড়ে বিরোধী দলগুলি INDIA-র মঞ্চে নেত্রীর চিন্তায় ঐক্যবদ্ধ হয়। বিষয়টি আদালতে গড়ায় এবং শেষমেশ মানুষের দাবি জয়ী হয়। SIR-এর প্রয়োজনীয় ১১টি নথির সঙ্গে ১২ নম্বর নথি হিসেবে আধারকে যুক্ত করার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

তবে একথা মনে রাখতে হবে দিদি SIR-এ এপিক কার্ডকেও যুক্ত করতে বলেছেন এবং একই সঙ্গে তার সোজাসাপটা বক্তব্য তিনি এহেনও ত্রুটিযুক্ত SIR প্রক্রিয়া মানেন না। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ পড়লে প্রতিবাদের আঁচ দিল্লি পৌঁছাবে। আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তিপূর্ণ দাবি করেন, যদি ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে গৃহীত নির্বাচকদের তালিকায় ২০২৫-এর মাঝে এসে কোটি কোটি অবৈধ ভোটারের নাম পাওয়া যায় তবে বর্তমান সরকার তো অবৈধ! নরেন্দ্র মোদি সরকারের উচিত দ্রুত পদত্যাগ করে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থা চালু করে SIR-এর প্রক্রিয়া চালানো। কারণ ওই কোটি কোটি অবৈধ ভোটারের ভোটেই তো সাংসদগণ নির্বাচিত। প্রয়োজনে তিনি নিজেও পদত্যাগে রাজি। কিন্তু এই সৎ সাহস এবং গণতান্ত্রিক চেতনা মোদির দলের নেই!

কিন্তু প্রশ্ন হল, আধারে উনিজির সমস্যা কোথায়? তিনি তো আধার ব্যবস্থার অন্যতম রক্ষাকর্তা ও প্রচারক! আসলে SIR-এ আধার যুক্ত হলে তাদের বিভাজনের রাজনীতি থমকে যাবে। বিজেপি ‘সাফাই কর্মসূচি’র নামে যেভাবে মানুষকে ভয় দেখিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, তা টিকবে না। নয়তো ভাবুন বিহারে মাত্র দেড় বছরে অর্থাৎ ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে গৃহীত নির্বাচকদের তালিকা প্রকাশ থেকে ২০২৫-এর SIR প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মধ্যে ২২ লক্ষ লোক মৃত! তার মানে একটি রাজ্যে দেড় বছরে এত মৃত্যু! এ তো অতিমারির থেকেও ভয়াবহ! নাকি ২০২৪-এর তালিকা ভুল? তবে তো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই ঠিক বলেছেন। আসলে SIR- র সঙ্গে আধার কার্ড সংযুক্ত হলে মানুষকে আর লাইনে দাঁড়াতে হবে না, সহজেই তারা সংশোধনী প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। তাই ভয় দেখানোর রাজনীতি জরুরি। এ যেন সুকুমার রায়ের সেই দৈত্যের মতো, যে মানুষকে বলে, ‘ভয় পেয়ো না ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারবো না। ... অভয় দিচ্ছি, শুনছো না যে। ...সবাই মিলে কামড়ে দেবো মিথ্যে অমন ভয় পেলে।’ এখানে ‘সবাই’ শব্দটি বিজেপি-সহ কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতীক বলাই যায়। তবে এখনও সংবিধান আছে, সংবিধানের রক্ষাকর্তা আদালত আছে এবং আছে মানুষের ভরসার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। SIR-এ আধার কার্ড গ্রহণ করার সুপ্রিম নির্দেশ সেই কথা আরও একবার মনে করিয়ে দিল।

বসিরহাটের সীমান্তের দত্তপাড়া উঁচুপোল এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ ১০ বছরের জান্নাতুল খাতুনকে পিষে দিল চারচাকা গাড়ি। আহত আরও ৩। ধৃত গাড়ির চালক

পায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি

ক্ষমা চান সুকান্ত : তৃণমূল

তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে ব্রাত্য বসু ও কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পায়ের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র! বাংলার অপমান, বাঙালির অপমান, জাতির অপমান, দেশের অপমান। এখনই ক্ষমা চান সুকান্ত, দুঃখপ্রকাশ করুন। বৃহিস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দাবি জানালেন মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

কুণাল বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস মনীষীদের শ্রদ্ধা করে। দলের কেউ কোথাও যদি কোনও বিচ্যুতির কাজ করে, তবে দল ব্যবস্থা নেয়। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপ করা হয়। কিন্তু সুকান্ত মজুমদার যা করেছেন, তার জন্য মাথা নিচু করে ক্ষমা চেয়ে নিন বাংলার মানুষের কাছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, বিজেপির আসলে এটাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি। একসময় ওরা বলেছে বোলপুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে অন্য মূর্তিতে মালা পরিয়েছে! কোনও কোনও বিজেপি নেতা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের গায়ের রঙ কালো ছিল, তাই কেউ তাঁকে কোলে নিতে চাইত না। ব্রাত্যর কথায়, বঙ্কিমচন্দ্র অন্য জাতীয়তাবোধের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলেছেন। দুই ভাবনা। যার কোনওটাই ওরা বোঝে না। আর বোঝে না বলেই পায়ের কাছে বাংলার দুই মনীষীকে রাখার পরেও কোনও চেতনা নেই, মাথা নত করে ক্ষমা চাওয়ার অভিপ্রায়টুকুও নেই।

শিক্ষামন্ত্রীর কটাক্ষ, বিজেপি বাংলার ঐতিহ্য-সংস্কৃতি জানে না। আর জানে না বলেই বলেছিল বাংলায় নাকি পুজো হয় না! কিন্তু পৃথিবী বুঝেছে। দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কো স্বীকৃতি দিয়েছে। আর দিল্লির বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, দিল্লির দুর্গাপুজোয় প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখতে হবে। বাংলায় এসব ভাবা যায়! মুখ্যমন্ত্রী পুজোকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন। অনুদান দিচ্ছেন। দুর্গাপুজো এখন পৃথিবীর আকর্ষণ। এই পুজো বাংলার, বাঙালির, বাংলার সব ধর্মের মানুষের। এরা কখনও প্রতিমার পাশে প্রধানমন্ত্রীর ছবি রাখার ফতোয়া দিচ্ছে। কখনও আমিষ না খাওয়ার ফতোয়া। কখনও মা দুর্গার বংশপরিচয় নিয়ে প্রশ্ন, কটাক্ষ করছে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবি ঠাকুরের নাম তুলে দিচ্ছে বিশ্বভারতী থেকে। আবার কেউ বলছেন, রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন বিশ্বভারতীতে!

তৃণমূলের কটাক্ষ, এটাই বিজেপির বাংলাপ্রেম, রবীন্দ্রপ্রেম। ব্রাত্য বলেন, সুকান্ত যা করেছেন, বাংলার কেউ তা মানতে পারেন না। যাঁরা বাংলায় থাকেন, কিন্তু বাংলাভাষী নন, তাঁরাও বিজেপিকে পছন্দ করেন না। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যে মাথানত করে ক্ষমা চান।

ধরনার পিছনে বিজেপি নেতারা আসতেই স্পষ্ট

প্রতিবেদন : তৃণমূলের অভিযোগই সত্যি প্রমাণিত হল। মুখোশ খুলে গেল বিজেপির। প্রমাণ হয়ে গেল সেনাবাহিনীকে দিয়ে মেয়ো রোডে তৃণমূলের ধরনা মঞ্চ খোলার কারিগর যে বিজেপিই। বৃহস্পতিবার মেয়ো রোডে সেনাদের একাংশের ধরনা মঞ্চে সটান হাজির দলবদলু বিরোধী দলনেতা। সঙ্গে তার চ্যালা চামুন্ডারা। আর তাদের প্রাক্তন সেনারা যেভাবে জামাই আদর করলেন পরিকল্পিত চিত্রনাট্য সামনে চলে এল। হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেল বিজেপির। প্রাক্তন সেনাদের মঞ্চ পরিণত হল পুরোদস্তুর রাজনৈতিক মঞ্চে।

আগেই তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, লিখিত অনুমতি থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত তৃণমূলের মঞ্চ খোলানোর চক্রান্ত করেছে বিজেপি। আর তাতে ব্যবহার করেছে সেনাকে। এই কারণে ধরনা রানি রাসমণিতে নিয়ে গিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁদের দোষারোপ করা হয়েছে- এই অভিযোগ তুলে ধরনায় বসেন প্রাক্তন সেনা আধিকারিক-কর্মীরা। আদালত থেকে অনুমতি নিয়ে এসে বৃহস্পতিবার গান্ধী মূর্তির সামনে মেয়ো রোডে ধরনায় বসেন তাঁরা।

এই ধরনা প্রসঙ্গে তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, আমরা সেনাকে সম্মান করি। কিন্তু একাংশ বিজেপির হয়ে কাজ করছে। আর বিজেপির একটা শাখাই তাদের দিয়ে তৃণমূলের মঞ্চ খুলিয়েছে। এদিন দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত গান্ধীর মূর্তির পাদদেশে ধরনা কর্মসূচি হয়। দাবি, এই ধরনায় রাজনীতির রং নেই। আসলে সবটাই ছিল রাজনৈতিক। অর্থাৎ মঞ্চ খোলা নিয়ে তৃণমূল যে অভিযোগ সেদিন বিজেপির বিরুদ্ধে তুলছিল, তা যে খুব একটা ভিত্তিহীন নয়, এদিনের ঘটনাতেই তা স্পষ্ট। এই ভাবেই আর জি কর আন্দোলনে রাজনীতির রং প্রকাশ হয়ে পড়ে। এবার প্রাক্তন সেনাদের আন্দোলনেও সেই বিজেপির ছাপ স্পষ্ট হল।

প্রমাণ দিতে না পারায় রণে ভঙ্গ

প্রতিবেদন : সাংবাদিকের সামনে অভিযোগ করছেন, অথচ আদালতে দাঁড়িয়ে নিজেদের কথা বলার মতো সাহস দেখাতে পারলেন না? নাকি বিজেপির শেখানো বুলি ভুলে যাওয়ার কারণে ভিডিও রেকর্ডিংয়ের ক্লিপিংস চেয়ে পাঠাতে হল আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় মৃতার বাবা-মাকে? ধর্ষণ-খুনের তদন্তে সিবিআই ঘুষ খেয়েছে এবং রাজ্য সরকারের তরফে সেই টাকা নিয়ে নাকি তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এজেন্সির দফতরে গিয়ে তার সেটেলমেন্ট করেছেন। এমনই অভিযোগ তোলেন মৃতার মা-বাবা। তাঁদের বক্তব্যের প্রমাণ চেয়ে মানহানির মামলা করেন কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার ছিল শুনানি। আর আসল জায়গাতেই পিছু হাঁটলেন তাঁরা। ফলে স্পষ্ট হয়ে গেল যে কোনও প্রমাণ নেই, পুরোটাই মিথ্যাচার, আদালতের বাইরে দাঁড়িয়ে বলেন কুণাল। মামলায় কুণালের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী অয়ন চক্রবর্তী।

গোলপার্কে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যরা।

বৃহস্পতিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে হিডকোর চেয়ার পার্সনের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। হিডকো দফতরে প্রথম দিন তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

নবান্ন অভিযানে নিষেধাজ্ঞা জারি রাজ্যের

প্রতিবেদন : পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্তের মামলার ভিত্তিতে নবান্ন অভিযানে নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজ্য সরকার। প্রতিবার প্রতিবাদের নামে নবান্ন অভিযানে হাওড়ার প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন জীবন স্তব্ধ হয়ে যায়। তাই নবান্ন অভিযান নিয়ন্ত্রণে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত। সেই মামলায় রাজ্যের কাছে হলফনামা তলব করে হাইকোর্ট। তারপরই হাওড়া পুলিশের তরফে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, নবান্নের সামনে প্রতিবাদ, ধরনা বা মিটিং-মিছিল করা যাবে না। কারণ নবান্ন রাজ্য প্রশাসনের সদর দফতর। সবসময় সেখানে ১৬৩ ধারা (বিএনএসএস) ধারা জারি থাকে। পাশাপাশি, গোটা হাওড়া জুড়ে এ-ধরনের কর্মসূচির ক্ষেত্রে একটি স্ট্যান্ডার্ড ওপারেটিং প্রসিডিওর সংক্রান্ত নির্দেশিকাও জারি করেছে হাওড়া পুলিশ।

পুজোয় বলি বন্ধের আবেদন করেছিলেন স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু

সংবাদদাতা, হুগলি : শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নিজের এক শিষ্যকে পাঠিয়েছিলেন হুগলির ধনিয়াখালীর ভান্ডারহাটিতে জমিদার রামচন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে। অনুরোধ ছিল যেন কোনভাবেই বলি প্রথা চালু না রাখা হয় দুর্গাপুজোয়। তবে সেই অনুরোধ রাখতে না পারলেও বলির সময় আজও নিয়ম করে হরিনাম সংকীর্তন হয় এই রাজবাড়ীতে। আনুমানিক সাড়ে ৭০০ বছর ধরে অভয়া রূপে পূজিত হয়ে আসছেন দেবী দুর্গা। একচালার কাঠামো লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী থাকলেও দেবীর পায়ের নিচে থাকে না অসুর, মহিষ ও সিংহ। মা এখানে দ্বিভূজা, সিংহাসনের উপর বিরাজমান। ডাকের সাজে সাজানো হয় প্রতিমাকে।

ইতিহাস ঘাটলে জানা যায়, রামচন্দ্র চৌধুরী ছিলেন উত্তরপ্রদেশের কনৌজের বাসিন্দা। ১২১৯ শকাব্দে তিনি ধনিয়াখালির ভান্ডারহাটিতে এসে বসবাস শুরু করেন। রামচন্দ্র ছিলেন জমিদার। এই গ্রামে তিনিই প্রথম দুর্গা পুজোর সূচনা করেছিলেন। রামচন্দ্রের আমলে খড়ের চালের ছাউনিতেই পুজো হতো দেবীর। পরবর্তীতে তা সংস্কার করে বিশাল পাকা মন্দির নির্মাণ করেছেন এই বংশের সদস্য অতুলচন্দ্র চৌধুরী। এই পুজোতে ২৩ রকমের নৈবেদ্য দেওয়া হয় মাকে। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী— তিন দিন হয় বলি। সপ্তমীর দিন আখ, ছাঁচিকুমড়ো ও বাতাবি লেবু বলি করা হয়। অষ্টমী ও নবমীর দিন হয় পশু বলি। পুরুষরা দেবীর পুজোর সমস্ত জোগাড় করেন।

জানা যায়, চৈতন্যমহাপ্রভু শিষ্য পাঠিয়ে বলি বন্ধের আবেদন করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন চৌধুরী বংশের প্রবীণ সদস্যরা তা পুরোপুরি না মানলেও তার সম্মান রক্ষার্থে সেই থেকে বলিদানের সময় হয় হরিনাম। এই বাড়িতে বিসর্জনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক গল্প। হ্যাচাকের আলোয় দশমীর দিন মাকে কাঁধে করে পাড়া ঘোরানো হয়। কিন্তু দুবছর জেনারেটরের আলোয় প্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা করা হলেও সেই আলো নিভে যায়। তারপর থেকে আর জেনেটারের আলোয় মাকে বিসর্জন দেওয়া হয় না। হ্যাচাকের আলোতেই স্থানীয় তালপুকুরে হয় প্রতিমার বিসর্জন। প্রথমে হয় চৌধুরী বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন, তারপর হয় অন্যান্য বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন। বিসর্জন করে এসে কলাপাতার উপর লেখা হয় শ্রী শ্রী দুর্গা সহায়। মায়ের প্রণামীতে পড়া শাড়ি ধুতি-মিষ্টি সারা বছর যারা সেবাকার্যের সঙ্গে যুক্ত তাদের বিতরণ করা হয়।

চৌধুরী বংশের বর্তমান এক সদস্য বলেন, এই বংশের যত বাড়ি রয়েছে প্রত্যেক বাড়ির মহিলারা লক্ষ্মী নিয়ে এসে মায়ের কাছে লক্ষ্মী পাতে। দশমীর দিন আবার নিয়ে চলে যান। প্রথমে হয় রাধাগোবিন্দের পুজো তারপর শুরু হয় দুর্গার পুজো। এই পুজোয় মহিলারা কোনও কাজ করেন না। তবে যাঁদের দীক্ষা হয়েছে তাঁরা শুধু ভোগ রান্না করেন। মাকে দু-রকমের ভোগ নিবেদন করা হয় অন্ন ও খিচুড়ি।

রাজ্য

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিক্ষিপ্তভাবে ঘোরাফেরা করছিল যুবক। সন্দেহ হওয়ায় আটক করে জেরা করতেই উদ্ধার জাল নোট। অঙ্ক ১৬ হাজার ৫০০ টাকা। বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার ঘটনা

■ 'রঘু ডাকাত' সিনেমার প্রচারে আমতায় সাংসদ-অভিনেতা দেব-সহ ছবির শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে দেবকে আমতাবাসীর তরফে বরণ করে নেন স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল। বৃহস্পতিবার।

আরও সহজ হল জমির চরিত্র বদলের অনুমোদন

প্রতিবেদন : উন্নয়নের কাজে ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকার জমির চরিত্র বদলের অনুমতি প্রক্রিয়া সরল করার নির্দেশ দিয়েছে। ভূমি সংস্কার আধিকারিকেরা জমি ব্যবহার সংক্রান্ত অনুমোদনের জন্য আবেদন পাঠালে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা সংস্থা সাতটি কাজের দিনের মধ্যে তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে। এর ফলে জমির অনুমতি প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ও জটিলতা অনেকটাই কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫-এর ৪সি ধারায় জমি রূপান্তরের সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা (এলইউডিসিপি) অনুযায়ী প্রস্তাবিত ব্যবহার খতিয়ে দেখা হয়। সেই প্রক্রিয়াতেই এবার সময়সীমা বেঁধে দিল সরকার। তবে এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের জন্য। আবাসন, শিল্প বা অন্য কোনও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এখনও টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) আইন, ১৯৭৯ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক অনুমোদন নিতে হবে এবং প্রযোজ্য ফি জমা দিতে হবে। এক সরকারি আধিকারিক জানান, সাতদিনের মধ্যে রিপোর্ট দেওয়ার নিয়মে অনিশ্চয়তা কমবে। জমির মালিক বা বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রক্রিয়া অনেক বেশি স্বচ্ছ ও ব্যবসাবান্ধব হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, ভূমি সংস্কার আধিকারিকরা যদি সরাসরি নগরোন্নয়ন দফতরে আবেদন পাঠান, তবে তা কেন্দ্রীয়ভাবে না দেখে সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনা সংস্থার কাছেই পাঠাতে হবে। প্রশাসনের মতে, এই পদক্ষেপে দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়বে, জটিলতা কমবে।

বুকিং জালিয়াতি রোধে বাধ্যতামূলক আধার

প্রতিবেদন : দূরপাল্লার ট্রেনে টিকিট-জালিয়াতি নতুন কিছু নয়। অনেক ক্ষেত্রেই কিছু অসাধু চক্র কৃত্রিমভাবে টিকিটের অভাব তৈরি করে। অনলাইনে বুকিং শুরু হতেই মুহূর্তের মধ্যে সব টিকিট শেষ হয়ে যাওয়ার অভিযোগ প্রায় প্রতিদিনই রেলের কাছে জমা পড়ে। এবার সেই টিকিট জালিয়াতি ও যাত্রী হয়রানি আটকাতে একগুচ্ছ ব্যবস্থা নিয়েছে ভারতীয় রেল। বৃহস্পতিবার কলকাতায় বণিকসভা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত এক আলোচনা সভায় অংশ নিয়ে সেই ব্যবস্থার কথা জানালেন রেল বোর্ডের সদস্য হিতেন্দ্র মালহোত্রা। তাঁর বক্তব্য, এই প্রবণতা রুখতে আইআরসিটিসি নিজেদের বুকিং সফটওয়্যারে বড়সড় পরিবর্তন এনেছে। কোনও অসাধু ব্যক্তি যাতে প্রযুক্তির সাহায্যে একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ টিকিট কিনতে না পারে, তার জন্য রেলের অ্যাপ ও ওয়েবসাইটে টিকিট বুকিংয়ে আধার যাচাই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলে বেনামে টিকিট কাটার সুযোগ বন্ধ হচ্ছে এবং সমস্যাও কিছুটা কমতে শুরু করেছে। তবে হিতেন্দ্র মালহোত্রা স্বীকার করেন, কিছু রুটে যাত্রী-চাপ বেশি থাকায় টিকিটের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে।

■ হিতেন্দ্র মালহোত্রার হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন এমসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট অমিত সারাওগি।

এলটিসি, এইচটিসি'র মেয়াদ আরও ১ বছর বাড়াল রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবর। এক বছরের জন্য বাড়ানো হল এলটিসি (লিভ ট্রাভেল কনসেশন) ও এইচটিসি (হোম ট্রাভেল কনসেশন)-র মেয়াদ। মঙ্গলবার অর্থ দফতরের তরফে জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতেএই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, এলটিসি-র মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৫ সালের ৩১ অক্টোবর। তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। একইভাবে এইচটিসি-র মেয়াদও আগামী বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

নিয়ম অনুযায়ী, সরকারি কর্মীরা প্রতি পাঁচ বছরে একবার রাজ্যের যে কোনও জায়গায় বেড়াতে গেলে এইচটিসি পান। আর দেশের মধ্যে বা প্রতিবেশী কোনও দেশে ভ্রমণ করলে দশ বছরে একবার এলটিসি-র সুবিধা পাওয়া যায়। অর্থ দফতরের বক্তব্য, অনেক কর্মচারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এলটিসি ও এইচটিসি-র সুবিধা নিতে পারেননি। তাই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাঁরা আগামী এক বছরের মধ্যে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।

মনীষীদের অপমান, বহিষ্কৃত টিএমসিপি নেতা

প্রতিবেদন: মনীষীদের অপমান সহ্য করবে না তৃণমূল। তার নিদর্শন আগেও মিলেছে। এই মনোভাব তৃণমূল দলের ক্ষেত্রেও কড়াভাবে মেনে চলে। প্রমাণ চাঁচলের ঘটনা। এই বিষয়ে যে কোনওরকম আপস করা হবে না তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব। চাঁচল কলেজের ইউনিটের সভাপতি নাসিমুল হক সোয়েল প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছবিও নিয়ে ফেলে হাতে। এই ঘটনার পরেই সংগঠন থেকে ধৃত নেতাকে বহিষ্কার করেছে টিএমসিপির রাজ্য নেতৃত্ব। একইসঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয়েছে সংগঠনের চাঁচল কলেজ ইউনিট। ঘটনার নিন্দা করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, দল থেকে যেমন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেরকম প্রশাসনিক ভাবেও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দল তাকে বহিষ্কার করেছে।

এই ঘটনার নিন্দা করেছেন টিএমসিপি রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যও। তিনি বলেন, তৃণমূল মনীষীদের সর্বোচ্চ সম্মান করে। তাঁদের অপমান কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। দলের ক্ষেত্রে কোনওভাবে কোনওরকম আপস করবে না। আগামী দিনে যদি কেউ এরকম কাজ করে তাহলে তার জন্য একই রকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো পথে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে হাঁটব আমরা। এই প্রসঙ্গেই এদিন ব্রাত্য বসু ভর্ৎসনা করে বলেন, ওরা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গায়ের রঙ নিয়ে কুমন্তব্য করেছে। আসলে, বিজেপি বরাবরই বাংলা-বিরোধী। তবে বাংলাকে অপদস্ত করার তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবে।

বাংলার দুর্গাপুজো নিয়ে মোদি ও শাহের দ্বিচারিতা ফাঁস তৃণমূলের

প্রতিবেদন : আর কত ভণ্ডামি করবে বিজেপি! বাংলার দুর্গাপুজো নিয়ে বিজেপির দ্বিচারিতার মুখোশ এবার খসে পড়ল। বাংলাকে অপমান করতে গিয়ে বছরের পর বছর ধরে বিজেপি মিথ্যাচার করে আসছে— বাংলায় নাকি দুর্গাপুজো হয় না! বাংলার দুর্গাপুজোকে বিশ্বজনীন করে তুলেছেন যিনি, সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই লাগাতার অপমান করে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহেরা। আর এবার দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে নির্বাচনী মরশুমে রাজ্যে পরিযায়ী পাখির মতো উড়ে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলা দুর্গাপুজোর বন্দনা করছেন! বিজেপি, তোমার ক'টা মুখ? অমিত শাহ এসে বলে গেলেন, বাংলায় দুর্গাপুজো বন্ধ। আর নরেন্দ্র মোদি এখন বলছেন, দুর্গাপুজো ও শারদোৎসব উপলক্ষে সেজে উঠেছে বাংলা। বিজেপি আসলে দু-মুখো সাপ। নির্বাচন আসতেই মুখের ভাষা পাল্টে গিয়েছে। ধরা পড়ে গিয়েছে আপনাদের ভণ্ডামি। এবার তো চুপ করুন।

বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তিনি একসময় অপমান করেছিলেন। সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মধ্যেই এখন নিজেকে ঢেকে রাখতে মরিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস এই মর্মে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে, মোদিজি এই ভণ্ডামি নিয়ে রাতে ঘুমাবেন কীভাবে? শুনে রাখুন, দুর্গাপুজো বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনস্থ সংস্থা ইউনেস্কো বিশ্বস্বীকৃতি দিয়েছে বাংলার দুর্গাপুজোকে। সর্বজনীন বাংলার দুর্গোৎসব হয়ে উঠেছে বিশ্বজনীন। আর এর সিংহভাগ কৃতিত্ব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর উদ্যোগেই বাংলার দুর্গোৎসব শেষে আয়োজিত হয় দুর্গা কার্নিভাল, যা ব্রাজিলের রিও কার্নিভালের মতোই রঙিন ও উজ্জ্বল। তারপর রাজ্যের প্রতিটি দুর্গাপুজো কমিটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে দুর্গোৎসবকে ঘিরে বাংলার অর্থনীতিতে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই তো যারা একসময় বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে আক্রমণ করে বলেছিল বাংলায় দুর্গাপুজো হয় না, তারাই এখন বলছে, দুর্গাপুজো ও শারদোৎসব ঘিরে সেজে উঠেছে বাংলা। এটাই বাংলার দুর্গাপুজোর জয়।

■ খড়দহ বিধানসভার পানিহাটির ২১ নং ওয়ার্ডে স্বামী বিবেকানন্দ সেবা সমিতি বিদ্যালয়ের কৃতী ও মেধাবী ছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণী। উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ-সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদেরা।

■ বালি জগাছা ব্লকে নবনির্মিত লেকভিউ পার্কের উদ্বোধনে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ তাপস মাইতি-সহ অন্যরা।

■ অশোকনগরে এসআইআর-বিরোধী প্রতিবাদসভায় বক্তা তৃণমূল মুখপাত্র সুদীপ রাহা। রয়েছেন বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী, জয়া দত্ত।

■ দেগঙ্গা ১ নং পঞ্চায়েতের আমিনপুর ভারতী এফপি স্কুলে ১২১, ১২৮ ও ১২৯ নং বুথে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবিরে হাড়োয়ার বিধায়ক শেখ রবিউল ইসলাম-সহ অন্যেরা।

■ উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগর বিধানসভার গুমা-২ অঞ্চল এবং অশোকনগর-কল্যাণগড় পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী।

পুলিশের সাফল্য। পাচারের আগেই আটক। শামুকতলা থানার চেপানি এলাকা থেকে বালি পাথর বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান আটক করল পুলিশ

প্রশাসনের উদ্যোগে নেপাল থেকে ফিরছেন রাজ্যবাসী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং : প্রশাসনের উদ্যোগে অশান্ত নেপাল থেকে ফিরছেন রাজ্যের বাসিন্দারা। সীমান্তে যেন কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলার পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ। তিনি আরও জানান, সীমান্ত এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশি মোতায়েন রয়েছে। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রশাসন সতর্ক নজর রাখছে। প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসা সহযোগিতাও দেওয়া হবে। প্রশাসনের তরফে আশ্বাস— পরিস্থিতি মোকাবিলায় সর্বদা পাশে থাকবে স্থানীয় প্রশাসন। শুধু সুরক্ষার আশ্বাসই নয়, আতঙ্ক কমাতে খুব শিগগিরই চালু হচ্ছে পুলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট বুথ। সেখানে পৌঁছেই মানুষ জানাতে পারবেন নিজেদের সমস্যা, মিলবে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকারের তরফে যে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে। প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, একদিনেই প্রায় ৩৫-৪০টি কল এসেছে। পর্যটক ও সাধারণ মানুষ যে সমস্যার কথা জানিয়েছেন, তার প্রতিটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ পর্যটকদের জন্যও রয়েছে বিশেষ নজরদারি।

হবে সুইমিং পুল

সংবাদদাতা,আলিপুরদুয়ার : বাসিন্দাদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে আলিপুরদুয়ারে তৈরি হবে সুইমিং পুল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের অর্থানুকূল্যে তৈরি হতে চলেছে এই সুইমিং পুলটি। সুইমিং পুল নির্মাণের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার শহরের বাবুপাড়ায় পরিত্যক্ত একটি সিনেমা হলঘর ভাঙার কাজ শুরু করল জেলা প্রশাসন। পরিত্যক্ত সিনেমা হলঘরটি ভাঙার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর সেই জায়গায় সুইমিং পুল তৈরির কাজ শুরু করে দেবে। স্থানীয় ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অরূপা রায় জানান, পরিত্যক্ত সিনেমা হলঘরটি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। এই জায়গায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করে একটি সুইমিং পুল নির্মাণ করবে। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতর এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ ভট্টাচার্য বলেন, আলিপুরদুয়ারে সুইমিং পুল তৈরির কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ।

খুনের কিনারা

সংবাদদাতা, মালদহ : মানিকচকের এনায়েতপুর খুনকাণ্ডে রহস্যের জট খুলল জেলা পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অবৈধ সম্পর্কের জেরেই ঘটে গিয়েছে এই রক্তাক্ত হত্যাকাণ্ড। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুলতানা খাতুনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি ধরা পড়েছে কাজল রবিদাস নামে এক ভাড়াটে খুনিও। ঘটনার সূত্রপাত গত ৯ সেপ্টেম্বর।

কৃষির উন্নয়নে একগুচ্ছ উদ্যোগ রাজ্যের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কৃষির উন্নয়নে নেওয়া হয়েছে একগুচ্ছ উদ্যোগ। রাজ্যের প্রত্যেক জেলার পাশাপাশি ইসলামপুর মহকুমা হর্টিকালচার দফতরের পক্ষ থেকে সহায়তা পেয়ে কৃষিকাজে নতুন দিশা দেখছেন কৃষকেরা। উত্তর দিনাজপুর জেলা কৃষি নির্ভর। ফল, সবজি, ফুল ইত্যাদি চাষ জেলার কৃষিকাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইসলামপুর মহকুমা হর্টিকালচার আধিকারিক অনিক মজুমদার জানান, সারা বছরই কৃষকদের জন্য কাজ করা হচ্ছে। কৃষকদের জন্য সমস্ত সরকারী স্কিমে বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। জেলার মোট ভৌগোলিক এলাকার অধিকাংশ ভূমি শক্তভাবে চাষযোগ্য এবং জলবায়ু চাষযোগ্য। সারা বছর কৃষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী করা হয়। উন্নত চারা, বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ, বাগান তৈরি করার জন্য ভর্তুকি দেয় দফতর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প যেমন কৃষকবন্ধু ও কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় এনে দেওয়ায় কৃষকদের সাহায্য করা হয়। এছাড়াও ব্যাংক ও সমবায় সমিতি, স্বল্প সুদে কৃষিঋণ নিয়েও জানানো হয় কৃষকদের। এছাড়া এফ পি ও র মাধ্যমে কৃষকরা একসাথে ফসল বিক্রি করার সুযোগ পান। রয়েছে ই-মার্কেট প্ল্যাটফর্মও। কৃষক মেলা, ব্লক পর্যায়ে কৃষক শিবির, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে কৃষকরা নতুন প্রযুক্তি ও সরকারি সুবিধা সম্পর্কে শিখে থাকেন। সরকারি প্রকল্পের অধীনে ১০০% অনুদানে কেঁচো সার তৈরির পরিকাঠামো, ৫০% অনুদানে ৮-১২লিটার ব্যাটারি স্প্রে মেশিন এবং ৫০% অনুদানে ১৬ লিটার-এর অধিক পেট্রল স্প্রেয়ার মেশিন প্রদান করা হয় কৃষকদের। অপরদিকে, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতরের পক্ষ থেকে ইসলামপুর মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের কৃষক গোষ্ঠী, স্বনির্ভর মহিলা দল এবং চাষী ভাইদের মধ্যে উন্নত সংকর প্রজাতির শীতকালীন লঙ্কা, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শসা এবং বেগুন সবজির বীজ প্রদান করা হয়। এতে আগামী শীতকালে কৃষকরা এই সব ফসল উৎপাদন করে লাভের মুখ দেখবেন।

■ কৃষকদের বিতরণ করা হচ্ছে উন্নতমানের বীজ।

১) উন্নত চারা, বীজ, সার, কীটনাশক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ
২) ব্যাংক ও সমবায় সমিতি, স্বল্প সুদে কৃষিঋণ
৩) কৃষক মেলা, ব্লক পর্যায়ে কৃষক শিবির
৪) পেট্রল স্প্রেয়ার মেশিন প্রদান

সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী-তে ফোন, চিকিৎসার খরচ পাচ্ছেন আলিপুরদুয়ারের সুজাতা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : দেহে বাসা বেঁধেছে মারণ রোগ। কীভাবে হবে চিকিৎসা! এই চিন্তায় যখন রাতের ঘুম গিয়েছে পরিবারের তখনই হল সমাধান। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে ফোন করেই মিলছে চিকিৎসার খরচ। চিকিৎসা খরচ জোগাড় হয়েছে শুনে আশ্বস্ত হয়েছেন ক্যানসার আক্রান্ত আলিপুরদুয়ার শহরের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের আশুতোষ কলোনির বাসিন্দা সুজাতা ঘোষ। সাহায্যের জন্য ওই গৃহবধূর পরিবার প্রথমে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ও পরে প্রাক্তন তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর দ্বারস্থ হন। সৌরভ 'মুখ্যমন্ত্রী কে বলো' তে ওই ক্যানসার আক্রান্ত মহিলার আবেদন লিপিবদ্ধ করান। ওই আবেদনে সারা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে ক্যানসার আক্রান্ত ওই গৃহবধূর চিকিৎসার খরচ বাবদ ৮৬ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের অর্থ বরাদ্দের সরকারি নথি প্রকাশ করে ওই পরিবারকে সাহায্যের কথা জানান সৌরভ চক্রবর্তী। চিকিৎসার খরচের টাকা ব্যবস্থা হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সুজাতার পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের অভিভাবক। মানুষের সমস্যার কথা নিজে জানতে তিনি ফোন নম্বর চালু করেছেন। এলাকার মানুষের বহু সলমস্যা মিটেছে এখানে ফোন করে। চিকিৎসায় ইতিমধ্যেই অনেক খরচ হয়েছে। আরও কিছু অর্থের প্রয়োজন ছিল। সমস্যা মিটেছে।

প্রসঙ্গত, সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীতে ফোন করে রাজ্যবাসীর বহু সমস্যার সমাধান হয়েছে। কেউ পেয়েছেন বাংলার বাড়ির টাকা, কেউ প্রকল্পের নাম নথিভুক্ত সংক্রান্ত সমস্যা জানিয়ে পেয়েছেন সমাধান। রাজ্যের মানুষের কাছে তাই সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে স্বস্তির নাম। রাজ্যবাসী জানেন প্রত্যেকের পাশে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মানুষের সমস্যা জানতেই এই নম্বর চালু করেছিলেন তিনি। তারপর থেকেই মানুষ সমস্যায় পড়লেই সমাধান পেয়েছেন এই নম্বরে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Department of Chief Minister's Office
Branch Secretariat, Uttarkanya, Jalpaiguri - 734015

To
THE DIRECTOR / SUPERINTENDENT
Hope & Heal Cancer Hospital and Research Center

This order is valid for a period of one year.

Yours faithfully,
Sd/-

O.S.D & Joint Secretary,
Chief Minister's Office

Copy forwarded to:-

O.S.D & Joint Secretary,
Chief Minister's Office

সাহসিকতায় সংবর্ধনা

■ নিজের বিয়ে রুখে নজির গড়ল হাবিবা।

সংবাদদাতা, মালদহ : বর হাজির। বাজছে বিয়ের সানাই। কনের সাজে সোজা চলে যান শিক্ষিকার বাড়িতে। বিয়ে নয়, পড়াশোনা করতে চাই, জানিয়ে ছিল নবমশ্রেণির ছাত্রী হাবিবা। রুখে দেয় নিজের বিয়ে। ৩ সেপ্টেম্বরের ঘটনা। প্রশাসনের তরফে ওই সাহসি কন্যাকেই দেওয়া হল সংবর্ধনা। মালদহ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাণীব্রত দাস স্কুলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হাবিবাকে সংবর্ধনা দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রতুয়া-২-এর বিডিও শেখর শেরপা, পুখুরিয়া থানার ওসি মৃণাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

শিলিগুড়িতে তৈরি হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় দুর্গা

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় ● শিলিগুড়ি

ভিড় রাস্তা, চায়ের ঠেক কিংবা স্থানীয় যানবাহনে পুজোর শপিংয়ের পাশাপাশি একটাই আলোচনা। শিলিগুড়ির ওলিতে-গলিতে কান পাতালেই শোনা যাচ্ছে সবচেয়ে বড় দুর্গার কথা। শহরে এবার মূল আকর্ষণ। প্রতিমা তৈরি দেখতেই ইতিমধ্যেই ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয়রা। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে পড়ুয়ারাও উঁকি দিচ্ছে মণ্ডপে। এবছর স্বস্তিকার যুবক সংঘের ৬৭তম বর্ষে বিশেষ আকর্ষণ উত্তর-পূর্ব ভারতে এই প্রথম ৫১ ফুট দুর্গা। যা ইতিমধ্যেই শহর শিলিগুড়ির আলোচনার বিষয়বস্তু। ক্লাব কর্তৃপক্ষ মনে করছেন স্বস্তিকার যুবক সংঘের এই ৫১ ফুট দুর্গা তাক লাগাবে শহরবাসীকে। প্রসঙ্গত মণ্ডপে তৈরি হচ্ছে ৫১ ফুট দুর্গা মূর্তি যেখানে দিনরাত এক করে শিল্পীরা দেখাচ্ছে তাঁর হাতের জাদু। প্রত্যেক বছরের ন্যায় এ বছরও স্বস্তিকার যুবক সংঘের আরও এক নিত্যনতুন উপহার রয়েছে শহরবাসীর জন্য পাশাপাশি রয়েছে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত মহিলা ঢাকি দ্বারা মায়ের আবাহন। শিলিগুড়ি স্বস্তিকা যুবক সংঘের ক্লাব সদস্য তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী মনোজ বর্মা জানিয়েছেন শহর শিলিগুড়ি সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে এই প্রথম ৫১ ফুট দুর্গার আবাহন করতে চলেছে স্বস্তিকা যুবক সংঘ যার জন্য অনেকটাই ক্লাব কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেবের তৎপরতায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদান বৃদ্ধি করেছেন তাই এবারের ভাবনা একটু অন্যরকম বলে জানান পুজোর উদ্যোক্তারা।

■ মণ্ডপেই তৈরি হচ্ছে প্রতিমা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
আমার বাংলা
12 September, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে বিপুল সাড়া

সাধারণের আবেদন পূরণ হবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে

■ শিবিরে দুলাল মুর্মু, নীলোৎপল চক্রবর্তী, টিঙ্কু পাল প্রমুখ।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় 'আমাদের পাড়া আমদের সমাধান' নামক উন্নয়নমুখী জনহিতকর প্রকল্প। রাজ্য সরকারের বরাদ্দ ১০ লক্ষ টাকা জনসাধারণের সিদ্ধান্তে তাদের পাড়ার ছোট ছোট সমস্যার সমাধান হচ্ছে অতি সহজেই। বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ নং ব্লকের নোটা-২ নং অঞ্চলের আশকোলা, ভাটপাড়া ও আশকোলা বুথের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির হল আশকোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিবির পরিদর্শন করলেন নয়াগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক দুলাল মুর্মু। ছিলেন বিডিও নীলোৎপল চক্রবর্তী, গোপীবল্লভপুর-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সুশোভন নায়েক, গোপী-২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ টিঙ্কু পাল, নোটা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শান্তা সিং ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সবিতা সিং। জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা বিধায়ক দুলাল বলেন এলাকার মানুষের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করা হবে। বাসিন্দারা কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের এলাকার যে সকল উন্নয়নের কাজ করার জন্য লিখিতভাবে আবেদন করেছেন সেই কাজগুলি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে দ্রুত সম্পন্ন করা হবে। ফলে এলাকার বাসিন্দারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন বলে তিনি জানান।

প্রতি বছর কোপাইয়ের প্লাবন কঙ্কালীতলাকে রক্ষার প্রস্তাব

■ কঙ্কালীতলার পথে সন্ধ্যারানি টুডু ও কাজল শেখ।

সংবাদদাতা, বীরভূম : 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' কর্মসূচির বীরভূমের দায়িত্বে রয়েছেন পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু। বৃহস্পতিবার নানুর বিধানসভার বেশ কয়েকটি 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' শিবির পরিদর্শন শেষে পৌঁছে যান বীরভূমের অন্যতম সতীপীঠ কঙ্কালীতলায় পুজো দিতে। সঙ্গে ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ এবং নানুর বিধানসভার বিধায়ক বিধান মাঝি। সতীপীঠে পুজো দেওয়ার পর্ব মিটিয়ে কাজল সন্ধ্যাকে নিয়ে মন্দির সংলগ্ন এলাকায় মাটির সৃষ্টি প্রকল্প পরিদর্শনে যান। কাজল জানিয়েছেন, প্রত্যেকবার বর্ষায় কোপাই নদীর জলে প্লাবিত হয় এই কঙ্কালীতলা মন্দির চত্বর। কৃষকদের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী যে মাটির সৃষ্টি প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন তা প্রত্যেকবার জলে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। সন্ধ্যাকে ঘুরে দেখিয়ে কাজল জানিয়েছেন, যেভাবেই হোক কোপাই নদীর দুপাশ ঘিরে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিতে হবে নইলে বিঘার পর বিঘা জমি যেখানে মাটির সৃষ্টি প্রকল্প চলছে তার বিপুল ক্ষতি হবে। পাশাপাশি প্রত্যেকবার মন্দিরচত্বর জলের তলায় চলে যায়, সেটাও রোখা সম্ভব হবে। সন্ধ্যা গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে আশ্বাস দিয়েছেন যত দ্রুত সম্ভব এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হবে। কাজলও আশাবাদী, আগামী বছরের আগেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

বধূহত্যায় সাজা

সংবাদদাতা, এগরা : ২০১০ সালে বধূনির্যাতন ও হত্যার অভিযোগে স্বামী ও শাশুড়ির সাজা ঘোষণা করলেন কাঁথি মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্ট) নুরুজ্জামান আলি। স্বামী স্বপন দাসের ১০ বছর এবং শাশুড়ি গীতা দাসের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। শ্বশুর বিকাশ দাসের নামে অভিযোগ থাকলেও প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেলেন।

বাল্যবিবাহ রোধে

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বাল্যবিবাহ, কিশোরী গর্ভবস্থা, আইনগত অভিভাবকত্ব এবং নেশামুক্তি অভিযান চালানো হল কালনায়। এই নিয়ে মহকুমাস্তরীয় এক কর্মশালা হল পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের নজরুল মঞ্চে। পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালায় ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, বিধায়ক দেবপ্রসাদ বাগ, তপন চট্টোপাধ্যায়, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, মহকুমাশাসক শুভম আগরওয়াল প্রমুখ। কর্মশালায় প্রচুর উৎসাহী ছেলেমেয়ে যোগ দিয়েছিলেন।

■ সভায় স্বপন দেবনাথ, দেবপ্রসাদ বাগ, আয়েষা রানি এ প্রমুখ।

অভিষেকের নামে প্রতারণা, ধৃত আরও এক

প্রতিবেদন : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে প্রতারণা! এই অভিযোগে কয়েকদিন আগেই পার্ক স্ট্রিটের একটি হোটেল থেকে নাজমুল হোদা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছিল শেক্সপিয়ার সরণি থানার পুলিশ। তাকে জেরা করে লিলুয়া থেকে চক্রের আরও এক মাথা অলকেশ রায় গ্রেফতার হল। পুলিশি জেরায় নাজমুল জানিয়েছে, অলকেশের নির্দেশেই বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থী খোঁজা এবং প্রার্থী করার জন্য টাকা চাওয়া হতো। অলকেশকে বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে পেশ করা হলে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়।

মাছের আঁশ বিক্রি করে স্বাবলম্বী লক্ষ্মী

সুনীতা সিং ● বর্ধমান

■ মাছের আঁশ রাস্তায় ফেলে শুকিয়ে নিচ্ছেন লক্ষ্মীদেবী।

ফেলে দেওয়া মাছের আঁশ বিক্রি করে সংসারের হাল ধরছেন বর্ধমানের আলমগঞ্জ রোডের ঝুরঝুরে পুল এলাকার লক্ষ্মী চৌধুরী। রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো উদ্যোগ। প্রতিটি সবজি বাজার এলাকার লাগোয়াই থাকে মাছের বাজার। লক্ষ্মী জানিয়েছেন, গৃহবধূ হিসাবে বাড়িতে বসেই ছিলেন। মাসছয়েক আগে তাঁর এক পরিচিত এই ব্যবসার কথা বলেন। পরিবারের লোকেদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। কারণ বাজার থেকে মাছের আঁশ কুড়িয়ে নিয়ে এসে তাকে ভাল করে ধুয়ে পরিষ্কার করার পর শুকোতে হবে। বাড়িতে এই কাজ করতে গেলে আঁশটে গন্ধে কেউ টিকতে পারবে না। এই কারণ দেখিয়ে বাধা দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক ভাবার পর তিনি এই কাজ শুরু করেন। ঝুরঝুরে পুল এলাকাতেই রয়েছে বর্ধমান পুরসভার বাজার। লক্ষ্মী প্রতিদিন বাজার থেকে ফেলে দেওয়া মাছের আঁশ কুড়িয়ে নিয়ে আসেন। তা পরিষ্কার করে রাস্তায় ফেলে যেভাবে ধান শুকনো হয়, সেইভাবেই রোদে শুকিয়ে নেন। জানিয়েছেন, গাংপুর এলাকার একজন তাঁর কাছ থেকে কেজি প্রতি ৩৫-৪০ টাকা দরে এই আঁশ কিনে নিয়ে যান। গড়ে দিনে ৫-৬ কেজি শুকনো আঁশ তৈরি করা যায়। জানিয়েছেন, যিনি আঁশ কিনে নিয়ে যান, তিনি জানিয়েছেন, এগুলি নিয়ে যাওয়ার পর গুঁড়ো করে মুরগির খাবার হিসাবে বিক্রি করা হয়।

জেইউ-তে মিলল ছাত্রীর দেহ, চাঞ্চল্য

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটের কাছে এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ছাত্রীর নাম অনামিকা মণ্ডল। ইংরেজি বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। এদিন রাতে ক্যাম্পাসে রাত অবধি অনুষ্ঠান চলছিল। একটি সূত্রে খবর, ছাত্রীটি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঝাঁপ দিয়েছেন। অন্য সূত্র বলছে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠান চলছিল, সেখান কিছু ঘটেছে। রাতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ স্পষ্ট জানিয়েছে, এই কারণেই তারা ক্যাম্পাস সিসিটিভি ও পুলিশ আউট পোস্টের দাবি জানিয়ে আসছিল।

বাল্যবিবাহ রোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে সচেতনতা

■ বাল্যবিবাহ রোধে সম্মাননা।

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বাল্যবিবাহ রোধ ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ছাত্রছাত্রী, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিক ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এদিনের অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে এক সামাজিক উদ্যোগের সাক্ষী। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, জেলাশাসক, খড়্গপুর গ্রামীণ, দাসপুর, কেশিয়াড়ি ও ডেবরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়কগণ, এমকেডিএ-র চেয়ারম্যান, অতিরিক্ত জেলাশাসক (পঞ্চায়েত), পিডিডিআরডিসি, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, মহকুমাশাসক (মেদিনীপুর সদর) সহ অন্য বিশিষ্টরা। আলোচনায় উঠে আসে রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, মেধাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও আনন্দধারার মতো জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি কীভাবে কন্যাশিশুদের শিক্ষায় উৎসাহিত করছে ও বাল্যবিবাহ রোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের শারীরিক ও মানসিক কুফল তুলে ধরা হয়। বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ (গার্লস)-এর ছাত্রীদের পরিবেশিত নাটক শক্তিশালী বার্তা দেয়। একই সঙ্গে, গ্রামীণ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার উপায় নিয়েও আলোচনা হয়।

স্বনির্ভর ইন্দাসের ১০ দশভুজা ঘর সামলে, অন্যের জমিতে জন খেটেও কাঁধে নেন ঢাক

সংবাদদাতা, ইন্দাস : বাঁকুড়ার ইন্দাস ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম সাহসপুর দাসপাড়ায় বাস নারীশক্তির প্রতীক একদল দশভুজা দুর্গার । সংসারের যাবতীয় কাজ সামলে, অন্যের জমিতে জন খেটে ওঁরাই আবার পুজো এলে দূরদূরান্তের পথে বেরিয়ে পড়েন ঢাক কাঁধে। লতা, অণিমা, অসীমাদের দলে আছেন এরকম ১০ দশভুজা। বাড়ির পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংসার চালানোর জন্য স্বয়ম্ভর হতেই এঁরা একটি ঢাকির দল তৈরি করেছেন। আর সেই দলের মহিলা ঢাকিরা সকালে ঘুম থেকে উঠে সংসারের যাবতীয় কাজ, উঠোন ঝাড়ু দেওয়া, রান্না করা, বাসন মাজা, ছেলেমেয়েদের পড়ানো, পরিবারের সদস্যদের খেতে দেওয়া সব কাজ করার পর একটু বেলা হলেই অন্যের জমিতে শ্রমিকের কাজ করতে যান। সারা বছর এভাবে চললেও এঁরা বাড়তি আয়ের জন্য অধীর আগ্রহে দুর্গাপুজো আসার অপেক্ষায় থাকেন। কারণ দুর্গাপুজোয় তাঁদের মহিলা ঢাকি দলের বায়না আসে নানা এলাকা থেকে। সেখানে একটানা কদিন ঢাক বাজিয়ে মোটা টাকা আয় করে এনে সেই টাকা বাড়ির পুরুষদের হাতে তুলে দেন সংসার চালানোর জন্য। দুর্গাপূজার প্রাক্কালে তাই এই সময় সকাল-সন্ধে সাহসপুর দাসপাড়ায় কান পাতলেই শোনা যায় ঢাকের শব্দ। পুজোর আগে প্রতিদিনই নিয়ম করে মহড়ায় ব্যস্ত এই মহিলা ঢাকিরা। ঢাক বাজানোর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক প্রদর্শনও দেখান এঁরা। কখনও ঢাকের ওপর চড়ে মাথায় ঢাক নিয়ে ঢাক বাজান। আবার কখনও মুখে কামড়ে ধরে বোল তোলেন ঢাকে। এমনকি একজন আবার একসঙ্গে বেশ কয়েকটি ঢাক নিয়ে বাজান। এই মহিলা ঢাকির দল তৈরির পিছনে রয়েছে জেদ এবং মন ছোঁয়া এক ঘটনা। মহিলা ঢাকিদের দাবি, কয়েক বছর আগে গ্রামের এক অনুষ্ঠানে বাইরে থেকে ঢাক বাজাতে আসেন কিছু মহিলা। তখন গ্রামেরই একজন ভাবেন, বাইরের মহিলারা পারলে গ্রামের মহিলারা কেন ঢাক বাজাতে পারবেন না? শুরু হয় মহিলাদের জোগাড় করা। পরিবারের সম্মতি পেয়ে দাসপাড়ার লতা, অণিমা, অসীমারা মোট ১০ জন ৫ জন পুরুষের সঙ্গে মিলে তৈরি করেন এই মহিলা ঢাকির টিম। গ্রামের লোকজন অবশ্য মহিলা ঢাকির এই দলকে প্রথমে ভাল চোখে দেখেননি কেউ। গ্রামে ঢাক বাজাতেও বাধা দিতেন। অনেক বাধাবিপত্তি কাটিয়ে ঢাক বাজিয়ে আজ এঁরা পারদর্শী এবং স্বনির্ভর। এখন এঁদের ঢাক বাজানোর দক্ষতায় মুগ্ধ গোটা ইন্দাস।

সমবায় ভোটে প্রার্থীই দিতে পারল না রাম-বামেরা

পটাশপুরে বিনা লড়াইয়ে ১২-০ তৃণমূল

সংবাদদাতা, পটাশপুর : সমবায় সমিতির নির্বাচনে প্রার্থী দিতে পারল না বিজেপি এবং সিপিএম। ফলে ১২টি আসনের সব কটিতেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পুরুষোত্তমপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার ছিল শেষ দিন। সেখানেই দেখা যায় কেবলমাত্র তৃণমূল প্রার্থীরাই তাঁদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, এই সমবায়ের মোট আসন ১২টি আসনে তৃণমূল ছাড়া আর কোনও দলের মনোনয়ন জমা পড়েনি। বিজেপি-সিপিএম কোনও প্রার্থীই খুঁজে পায়নি

■ জয়ের পর তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উল্লাস।

তাদের হয়ে লড়ার জন্য। তাই কার্যত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওই সমবায়ের বোর্ড হাতে আসতে চলেছে তৃণমূলের। এই সমবায়ের মেয়াদ প্রায় তিন বছর আগে শেষ হয়েছিল। সেই বোর্ড ছিল বিজেপি এবং সিপিএম জোটের দখলে। তবে এই সমবায় যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেই পাঁচটে গ্রাম পঞ্চায়েত এখন তৃণমূলের হাতে। পাশাপাশি এই সমবায়ের বোর্ড কার্যত হাতে আসার ফলে বাড়তি অক্সিজেন পেয়ে গেল রাজ্যের শাসক দল। বিকেলে জয়ের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সবুজ আবিরে মেখে জয় উদযাপন করেন জয়ী প্রার্থী ও দলের নেতা-কর্মীরা। ব্লক তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক প্রণব কর বলেন, বিরোধীরা প্রার্থী দেওয়ার সাহস পায়নি। তাই আমাদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছেন। এর জন্য সকলকে অভিনন্দন জানাই।

জেলা পুলিশের দুর্দান্ত সাফল্য, ফোন ট্র্যাক করে উদ্ধার উপহৃত অধ্যাপক

ভিডিও কলে ৩ কোটি মুক্তিপণ চেয়ে জালে পড়ল ৬ দুষ্কৃতী

সংবাদদাতা, কাঁথি : মালদহ জেলার ইংলিশবাজারের মহানন্দাপল্লির বাসিন্দা অধ্যাপক তাপসকুমার মণ্ডল অপহরণের ঘটনায় বুধবার রাতে জুনপুটের একটি হোটেল থেকে তাঁকে উদ্ধারের পাশাপাশি অপহরণকারী কার্তিক গুচ্ছাইত, অমৃত হালদার, শেখ রিয়াজ, শেখ কালু, নিজামুদ্দিন খান ও শেখ সুরজকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অমৃত বাদে প্রত্যেকের বাড়িই কাঁথিতে। তাপসবাবু ও তাঁর স্ত্রী রাখি মণ্ডল সরকারি চাকুরে। গ্রামেও রয়েছে প্রচুর জমিজমা। জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক তাপসবাবু কখন কোথায় যেতেন সব নজর রাখত অপহরণকারীদের পাণ্ডা মালদহের কোতোয়ালির বাসিন্দা অমৃত। সেইই অপহরণের জন্য যোগাযোগ করে কাঁথির কার্তিকের সঙ্গে। গত সোমবার ভোরে মালদহ টাউন থেকে পদাতিক এক্সপ্রেসে এনজেপি যান তাপসবাবু। সেখানেই কার্তিকদের দলবল তাঁকে গাড়িতে তুলে নেয়। দুপুরের পর স্বামীকে ফোনে পাচ্ছিলেন না স্ত্রী রাখি। আচমকা তাঁর ফোনে একটি ভিডিও কল এলে দেখেন ফোনের ওপারে তাপসবাবুর মাথায় বন্দুক ধরে অপহরণকারীরা মুক্তিপণ হিসাবে ৩ কোটি টাকা চাইছে। উদ্বিগ্ন রাখি ইংরেজবাজার থানায় জানালে পুলিশ ফোনের ইন্টারনেট লোকেশন অ্যাক্সেস করে জানে সোমবার রাতে দলটি তমলুকে ছিল। তারপর কাঁথির দিকে গিয়েছে। মালদহ পুলিশ পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশের সহযোগিতায় জুনপুটের হোটেলে হানা দেয়। সেই সময় তাপসবাবুকে নিয়ে অন্যত্র পালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অপহৃত অধ্যাপককে উদ্ধার, পাঁচজনকে গ্রেফতার করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে অমৃতও ধরা পড়ে।

নেপালে আটকে ৩০০ পরিযায়ী শ্রমিক, পরিবারে বাড়ছে উদ্বেগ

■ বাঁকুড়ার লালবাজার গ্রামে উদ্বেগে পরিবার।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : নেপালে সাম্প্রতিক অশান্তির জেরে জারি হয়েছে কার্ফু। ফলে এই মুহূর্তে দেশে ফিরে আসা তো দূরের কথা, বাড়ির বাইরে বেরোনোর অনুমতিটুকুও নেই। অগত্যা নেপালে নিজের নিজের কর্মস্থলেই আটকে রয়েছেন বাঁকুড়ার হীরবাঁধ ব্লকের লালবাজার গ্রামের প্রায় ৩০০ পরিযায়ী শ্রমিক। নেপালে লাগাতার অশান্তিতে ওই ৩০০ পরিযায়ী শ্রমিকের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে তাঁদের পরিবারে। প্রসঙ্গত, হীরবাঁধ ব্লকের লালবাজার গ্রামের বাসিন্দা প্রায় ৩০০ পরিবারের মধ্যে এমন কোনও পরিবার খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যে পরিবারের কেউ না কেউ নেপালে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজে যাননি। এই গ্রাম থেকে পরিযায়ী শ্রমিকেরা মূলত কাঠমান্ডুর নেপালগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন কাঁসার বাসন তৈরির কারখানায় কাজ করেন। প্রতি বছর পুজোর সময় তাঁরা ফিরে আসেন নিজের গ্রামে। এবছরও সকলেই ফেরার ট্রেনের টিকিটও কেটে ফেলেছিলেন। কিন্তু তার আগেই নেপালে শুরু হয়ে যায় চরম অশান্তি। এর জেরে কাঁসার বাসন তৈরির কারখানাগুলিতে বন্ধ হয়ে যায় কাজ। কারখানা লাগোয়া আবাসগুলিতেই অন্যান্য পরিযায়ী শ্রমিকদের পাশাপাশি আটকে পড়েন লালবাজার গ্রামের প্রায় ৩০০ পরিযায়ী শ্রমিক। বর্তমানে নেপালে কার্ফু জারি হওয়ায় এখন তাঁরা কারখানা চত্বর থেকে রাস্তায় বেরোতেও পারছেন না। মালিক পক্ষ শ্রমিক আবাসগুলিতে খাবার ও জল সরবরাহ করলেও ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমশই উদ্বেগ বাড়ছে তাঁদের পরিবারে।

নজর কাড়ছে ১২ বছরের মূক-বধির প্রান্তিকের পাটের দুর্গা

তুহিনশুভ্র আগুয়ান ● মহিষাদল

কথায় আছে মনের জোরই সবথেকে বড় শক্তি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে দূরে ঠেলে সেই মনের জোরকে সঙ্গী করেই মহিষাদলের প্রান্তিকের হাতের তৈরি পাটের দুর্গা পাড়ি দিচ্ছে রাজ্যের নানা জেলায়। তার হাতের নিপুণ কারুকার্যে মুগ্ধ পাড়া-প্রতিবেশীরাও। মহিষাদলের তেরপেখ্যা গ্রামের মূক ও বধির প্রান্তিক চক্রবর্তী সুতাহাটার প্রাচীন এক মূক ও বধির স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার ফাঁকে শিল্পসৃজনে বরাবরই ঝোঁক তার। বাবা সমীর চক্রবর্তী ও মা ঝুমা চক্রবর্তীও পাটশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। ছোট থেকেই বাড়ির সকলকে পাট দিয়ে বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরি করতে দেখেছে প্রান্তিক। আর তা থেকেই ক্রমশ এই শিল্পের প্রতি নেশা জন্মায় তার। আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষে রাতদিন এক করে প্রান্তিক নিজের হাতে তৈরি করে ফেলেছে কয়েকশো

■ পাটের দুর্গা তৈরিতে ব্যস্ত দুই খুদে শিল্পী প্রান্তিক, ঋত্বিক।

পাটের তৈরি দুর্গার পট। যেগুলি মূলত উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। এছাড়াও নামীদামি মণ্ডপে সজ্জার কাজেও লাগানো হয়। প্রান্তিকের বাবা আশপাশের মানুষজনকে একত্রিত করে বিভিন্ন ধরনের পাটের কাজ করেন। বরাবরই পুজোর সময় বাড়িতে নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না। সেখানে প্রান্তিকের হাতের নিপুণ কারুকার্য কিছুটা হলেও চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছে তাঁকে। প্রান্তিকের দেখাদেখি পাটের দুর্গা তৈরিতে কখনও কখনও লেগে পড়ছে তার ছোট ভাই ঋত্বিকও। পাঁচ বছরের ঋত্বিক কেজি ওয়ানের ছাত্র। দাদাকে এভাবে দুর্গা গড়তে দেখে নিজেও হাত লাগাচ্ছে দাদার কাজে। খেলাধুলাতেও পটু প্রান্তিক কিক বক্সিংয়ে ইতিমধ্যে পেয়েছে গোল্ড মেডেল। অন্যান্য বছর বাড়িতে পাটের এই মূর্তি তৈরির কাজ মূলত প্রান্তিকের মা, বাবা, ঠাকুমা এবং পাড়া-প্রতিবেশীরা করতেন। এবার সেই কাজে সঙ্গ দিয়েছে প্রান্তিকও। আগে হাজার হাজার পাটের দুর্গার অর্ডার থাকত। কিন্তু চলতি বছর কিছুটা হলেও অর্ডারের পরিমাণ কম। পাটের এই দুর্গা মহিষাদল থেকে পাড়ি দেয় কলকাতা ও শহরতলি এলাকায়। আগে বেশ কয়েকবার ভিনরাজ্যেও গিয়েছে চক্রবর্তী পরিবারের পাটের দুর্গা।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

12 September, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাল জন্ম সার্টিফিকেট ধরলেন পুরকর্মীরা

■ জাল শংসাপত্র দেখাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহার পুরসভায় জাল সার্টিফিকেট ধরা পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী, আধিকারিকেরা ইতিমধ্যে ৭২টি জাল সার্টিফিকেট চিহ্নিত করেছেন। বৃহস্পতিবার বিষয়টি পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। পুরসভার পক্ষ থেকে যথাযথ তদন্তের জন্য পুলিশে জানানো হবে বলেও চেয়ারম্যান জানিয়েছেন। ৭০-৭২টি এমন সার্টিফিকেট জমা হয়েছে। বেশিরভাগ জন্ম সার্টিফিকেটই পুরনো বলে তিনি জানিয়েছেন। চেয়ারম্যান জানান, বাইরে জাল চক্র রয়েছে। বিষয়টি পুলিশে আগেও জানানো হয়েছিল। পুলিশ তদন্ত করলে সব বোঝা যাবে। যদিও ওই ঘটনায় পুরসভার কোনও কর্মী জড়িত কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ সাংবাদিকদের জানান, আমার চেম্বারে কিছু সই চিনতে না পারায় কর্মীরা জানান। তারপর থেকে সেগুলো আটকে দেওয়া হচ্ছে। আগে একজনকে ধরেছিলাম। উনি বলেন, একজন করে দিয়েছেন। কোনও নাম অবশ্য জানাননি। দৌড়ে পালান। কার মাধ্যমে নিয়েছে, যারা নিয়েছে বলছে না। আমরা প্রথম ধরা পড়ার পর থানায় অভিযোগ করেছিলাম। প্রশ্ন উঠেছে, এতজন জাল সার্টিফিকেট দিয়ে তা ডিজিটালাইজেশন করার চেষ্টা করে জমা দিলেন কিন্তু কাউকে ধরা গেল না কেন? পুরসভার বক্তব্য, ভেরিফিকেশন হয় বলেই ধরা পড়েছে।

■ সিতাইয়ের আটিয়াবাড়ি-১ অঞ্চলে বিজেপির সিতাই বিধানসভার মিডিয়া সেলের কনভেনার সুজন বর্মনের সঙ্গে আরও ২০ জন বিজেপি সমর্থক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া তাঁদের হাতে দলের পতাকা দেন।

পুরস্কৃত সিভিক

■ হারিয়ে-যাওয়া এক গৃহবধূকে উদ্ধার করে পুরস্কৃত সিভিক ভলান্টিয়ার। নাম রাজ তির্কি। ১০ সেপ্টেম্বর আলিপুরদুয়ারে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেন বীরপাড়া থানার এক গৃহবধূ। তদন্তে নেমে সিভিক ভলান্টিয়ার রাজ ওই গৃহবধূকে পাটকাপাড়া থেকে উদ্ধার করে মাকরাপাড়ার বাড়িতে পৌঁছে দেন। ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করার জন্য রাজকে পুরস্কৃত করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ।

রবিগানের কর্মশালা

■ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে, রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমির ব্যবস্থাপনায় এবং মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর খড়্গপুরের আয়োজনে ৪৩ শিক্ষার্থীকে নিয়ে শুরু হল চারদিনের ‘রবীন্দ্রসঙ্গীতের কর্মশালা’। ছিলেন মহকুমাশাসক পাতিল যোগেশ আশোকরাও, বিধায়ক দীনেন রায়, বরুণ মণ্ডল, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সৌমেন দাস প্রমুখ।

■ পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি ব্লকে নছিপুরের জ্যোতিকৃষ্ণপুরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ও দুয়ারে সরকার শিবিরে সাংসদ জুন মালিয়া। সঙ্গে জেলা পরিষদ কর্মাধ্যক্ষ মামণি মান্ডি, থানার আইসি, বিডিও-সহ অন্যরা।

■ মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় সামসি এগ্রিল হাইস্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির দুই পরীক্ষার্থী তন্ময় প্রামাণিক ও মহম্মদ রেহানের মৃত্যু হয়, ইংরেজি পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে। খবর পেয়েই বৃহস্পতিবার মৃতের বাড়ি গিয়ে মালতীপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং সমবেদনা জানান।

দম্পতির রহস্যমৃত্যু

প্রতিবেদন : এক দম্পতির রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য নদিয়ার চাকদহে। খুন না আত্মহত্যা তা নিয়ে ধন্দে পুলিশ। গতকাল রাতের খাবার খেয়ে স্বামী-স্ত্রী ঘুমোতে গিয়েছিলেন। এদিন সকালে দুজনকে অসুস্থ অবস্থায় দেখা যায়। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওঁদের। মৃত দম্পতির নাম ইন্দ্রজিৎ ও প্রিয়া রায়। চাকদহের তাঁতলা রায়পাড়ার বাসিন্দা। ২১ বছরের ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বছর ১৯-এর প্রিয়ার কিছুদিন আগে বিয়ে হয়েছিল। ওই একই বাড়িতে থাকেন ইন্দ্রজিতের বাবা-মা ও ভাই। সোমবার রাতে পরিবারের সকলে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করেন। তারপর রাতে ওই দম্পতি নিজেদের ঘরে ঘুমোতে যান। মঙ্গলবার সকালে দুজনেরই পেটে তীব্র ব্যথা শুরু হয়। বাড়ির লোকেরা প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেও কাজ হয়নি। তাই কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে গিলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। চাকদহ থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে।

বিশ্ববাংলা শারদ সম্মান

(প্রথম পাতার পর)

করতে পারবেন এই বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান ২০২৫-এর প্রতিযোগিতায়। আবেদন করা যাবে অফলাইনেও। ইন্দ্রনীল বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০১৩ সাল থেকে এই বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান পুরস্কার শুরু হয়েছে। যা এই মুহূর্তে অন্যতম বড় পুরস্কার। কলকাতা এবং সংলগ্ন এলাকা অর্থাৎ, কলকাতা পুরসভা, দক্ষিণ দমদম পৌরসভা, বরানগর পৌরসভা, বিধান নগর কর্পোরেশন এলাকার পুজো কমিটিগুলি এই বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সেরা মণ্ডপ, সেরা ভাবনা, সেরা আলোকসজ্জা, সেরা পরিবেশবান্ধব, সেরা সাবেকি, সেরা সমাজ সচেতনতা পুজো, সেরা অন্য ভাবনা, বিশেষ পুরস্কার, সেরা ঢাকেশ্রী, সেরা বিশ্ব বাংলা ব্যান্ডিং এবং সেরার সেরা বিভাগ থাকছে। জেলাগুলির ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

দফতরে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি শান্তনু বসু বলেন, অনলাইনে আবেদন করা যাবে ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। একই রকম ভাবে অফলাইনেও আবেদন পত্র পাওয়া যাবে। কলকাতা এবং আশপাশের এলাকার ক্ষেত্রে ফর্ম পাওয়া যাবে তথ্য কেন্দ্র থেকে। বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই ফর্ম মিলবে। জেলার ক্ষেত্রে জেলা সদরে ফর্ম পাওয়া যাবে। কলকাতা এবং জেলার বিশিষ্ট মানুষেরা বিচারকের তালিকায় রয়েছেন তাঁরাই সিদ্ধান্ত নেবেন কোন বিভাগেকে পুরস্কার পাচ্ছেন, কে সেরা হচ্ছেন, কে সেরার সেরা হচ্ছেন।

পুজো কমিটিগুলো অন্যান্য বছরের মতো এবারও অংশ নিতে পারবেন রেড রোডের কার্নিভালে। জেলার কার্নিভালেও। পাঁচ অক্টোবর কলকাতায় বেড রোডে দুর্গাপুজো কার্নিভাল হবে। ওই একই দিনে জেলাতে হবে। তবে কিছু ক্ষেত্রে চার অক্টোবর কার্নিভাল করা হবে জেলাতে।

শুরু স্বামী বিবেকানন্দ কাপ

(প্রথম পাতার পর)

ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণ ঘোষ, নগরপাল প্রবীণ ত্রিপাঠী, জেলাশাসক ডাঃ পি দিপাপপ্রিয়া-সহ ময়দানের তিন প্রধান ও আইএফএ কর্তারা। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বলেন, আজ একটা ঐতিহাসিক দিন। আজকের দিনেই যুগপুরুষ স্বামী বিবেকান্দ শিকাগো মহাধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়ে ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরেছিলেন। সেই ঐতিহাসিক দিনে স্বামীজির কর্মভূমি এই পবিত্র বেলুড়েই তাঁর নামাঙ্কিত প্রতিযোগিতা জেলা ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ চালু হল রাজ্য সরকার ও আইএফএ-র যৌথ উদ্যোগে। এই টুর্নামেন্ট আমাদের সবার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত। প্রত্যেক জেলার আটটি দলকে নিয়ে খেলা হবে। লিগের পর জোনাল পর্ব এবং ফাইনাল। তিন মাস ধরে ৩৪৮টি ম্যাচ হবে টুর্নামেন্ট। যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে তারা বাংলার সেরা ক্লাব হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। ৫০ লক্ষ টাকার পুরস্কারমূল্যের টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার।

ক্রীড়ামন্ত্রী আরও বলেন, প্রতিভাবান বাঙালি ফুটবলার তুলে আনা এবং স্বামীজির আদর্শকে যুবমানসে ছড়িয়ে দেওয়া— এই দুই উদ্দেশ্য নিয়েই এই প্রতিযোগিতা। আমি মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডানের মতো বড় ক্লাবগুলোকে অনুরোধ করব, জেলায় জেলায় খেলা দেখে আপনারা প্রতিভাবান খেলোয়াড় বাছাই করুন।

মাছচুরির অভিযোগে কটূক্তি ও জরিমানায় আত্মঘাতী যুবক

■ পলাশ সাঁতরা।

সংবাদদাতা, গলসি : পুকুরে মাছচুরির অপবাদ দিয়ে সালিশি সভা ডেকে বাবার সামনে ছেলেকে অপমান করা হয়। এমনকি ৩০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয় বলে অভিযোগ। অপমানে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী বছর চব্বিশের যুবক। নাম পলাশ সাঁতরা। গলসি থানা এলাকার কোঁদাই গ্রামের ঘটনা। গ্রাম ষোলআনার পুকুরে কেন পলাশ মাছ ধরেছে, এই অভিযোগে একাংশ গ্রামবাসী সালিশি সভা ডেকে পলাশ ও তাঁর বাবাকে ডেকে পাঠায়। সেখানে বাবার সামনেই পলাশকে অপমান করার পাশাপাশি ৩০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয় বলে অভিযোগ। জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলাম জানান, এই ধরনের কাজ মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, যে বা যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

■ পুজোর কাউন্টডাউন শুরু। বড় পুজোগুলি ঠিকমতো প্রশাসনের বিধিনিষেধ মানছে কি না তা খতিয়ে দেখতে হাজির বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ আধিকারিকেরা। নিউ বারাকপুরে সার্বজনীন দুর্গাপুজোর তিনটি মণ্ডপ পরিদর্শন করেন ডিসিপি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝা। আইসি সুমিতকুমার বৈদ্য, বিদ্যুৎ ও অগ্নিনির্বাপণ দফতরের আধিকারিকেরা।

ভাল করলে পুরস্কার

(প্রথম পাতার পর)

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি জয়দেব হালদার, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা, সাংসদ বাপি হালদার, বিধায়ক শওকত মোল্লা-সহ আরও কয়েকজন বিধায়ক ও সাংগঠনিক নেতৃত্ব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেনকে মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে বসানোর সুপারিশ করল সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়াম। বৃহস্পতিবার কলেজিয়ামের বৈঠকে এই সুপারিশের সিদ্ধান্ত

বিজেপির মদতে কারচুপি কমিশনের

গেরুয়া বিহারে বাদ-পড়া ভোটারদের বেশিরভাগই বাংলা লাগোয়া ৪ জেলার

পাটনা: বিহারে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-র নামে বিজেপিকে বাড়তি সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ব্যাপক কারচুপি করছে নির্বাচন কমিশন। এর বিরুদ্ধে সারা দেশের মধ্যে সবার আগে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই প্রথম দাবি করেছিলেন যে, বিজেপির মদতে আসলে ভোট চুরি করছে নির্বাচন কমিশন। তাঁর এই দাবিই সত্য প্রমাণিত হয়েছে বিহারের ভোটার তালিকা সংক্রান্ত প্রকাশিত নথিতে। সরকারি স্তরে প্রকাশিত তথ্যে দেখা গিয়েছে, বিহারের ভোটার তালিকা থেকে যে ৬৫ লক্ষ লোকের নাম বাদ পড়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এদের মধ্যে বেশির ভাগেরই বসবাস বাংলা লাগোয়া চারটি জেলা গোপালগঞ্জ, পূর্ণিয়া, কিষাণগঞ্জ, কাটিহার এবং আরারিয়াতে। বাংলা লাগোয়া এই জেলা গুলির সংখ্যালঘু পুরুষ ভোটারদের পাশাপাশি মহিলা ভোটারদের নামও দেদার বাদ দেওয়া হয়েছে বিহারের ভোটার তালিকা থেকে। গোটা বিহারেই এই ছবি দেখা গিয়েছে, যেখানে বাদ পড়া ভোটারদের তালিকায় পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া বিহারের চারটি জেলা থেকে ৫৬.৭১ শতাংশ মহিলাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে, জানা যাচ্ছে সরকারি সূত্রেই। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘু শ্রেণির ভোটারদের নিশানা করে তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। আরও একবার এই অভিযোগে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ গোটা বিরোধী শিবির।

কোচ-রাজবংশী ছাত্রদের ডাকে বন্‌ধ ধুবড়িতে

গেরুয়া অসমে শান্তিপূর্ণ মশাল মিছিলে হামলা চালাল পুলিশ

গুয়াহাটি: বিজেপি যখন রাজবংশীদের নিয়ে নির্লজ্জ রাজনীতিতে নেমেছে বাংলায়, ঠিক তখনই কোচ-রাজবংশী ছাত্রদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাল পাশের গেরুয়া রাজ্য অসমে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপরে বিনা প্ররোচনায় লাঠি চালাল বিজেপির পুলিশ। বুধবার সন্ধ্যায় ধুবড়ির গোলকগঞ্জে সিডিউল ট্রাইব স্বীকৃতি এবং পৃথক রাজ্যের দাবিতে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলছিল অল কোচ-রাজবংশী স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ডাকে। মশাল মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন কয়েক হাজার ছাত্র। তখনই আচমকা বিক্ষোভ মিছিলে হামলা চালায় বিজেপির পুলিশ। লাঠির ঘায়ে জখম হন অন্তত ১০০ বিক্ষোভকারী। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার ছাত্র সংগঠন আক্রসুর ডাকে বন্‌ধ পালিত হয় ধুবড়ি জেলায়। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের উপরে পুলিশি নির্মমতার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করে আসছেন কোচ-রাজবংশীরা। সেই দাবির প্রতিই

তীব্র নিন্দা তৃণমূলের

শান্তিপূর্ণভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলেন তাঁরা। কিন্তু বিজেপির পুলিশ তাঁদের অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে জবাব দিল পাশবিক শক্তি দিয়ে। নির্মমভাবে টেনে-হিঁচড়ে হেনস্থা করা হয় পুরুষ এবং মহিলাদের। জখম হন অন্তত ১০০ জন। পুলিশি নিষ্ঠুরতার একমাত্র কারণ, আমজনতার আওয়াজকে ভয় পায় বিজেপি। মানুষের ন্যায্য দাবির প্রতি তাদের অ্যালার্জি আছে। পুলিশি স্বেচ্ছাচারিতা আসলে গেরুয়া সরকারের মদতপুষ্ট গুণ্ডামি।

তৃণমূলের বক্তব্য, কোচ-রাজবংশীরা ন্যায্য দাবির কথা বলছেন, কিন্তু বিজেপি জবাব দিচ্ছে দমননীতি দিয়ে। এটাই হল বিজেপির আসল রূপ। এভাবেই গণতান্ত্রিক দাবিকে হিংস্রভাবে দমন করছে বিজেপি।

আক্রসুর বন্‌ধে বৃহস্পতিবার স্তব্ধ হয়ে যায় ধুবড়ির জনজীবন। সকাল থেকেই বন্ধ দোকানপাট, অফিসকাছারি। অসম-বাংলা জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ চলে দফায় দফায়। থমকে দাঁড়ায় অজস্র লরি। জনরোষের চাপে ব্যাকফুটে গেরুয়া মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। ক্লোজ করা হয়েছে গৌরীপুর এবং গোলকগঞ্জ থানার ওসিকে।

সংখ্যা দিয়ে মনে করালেন ডেরেক

নয়াদিল্লি: তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে মনে করিয়ে দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁর তোলা প্রশ্নে রীতিমতো অস্বস্তিতে নরেন্দ্র মোদি সরকার। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক তরফা ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে দেওয়ার ১৫ দিন পরেও নীরব কেন কেন্দ্র। তাঁর প্রশ্ন মণিপুরে হিংসা-অশান্তি শুরু হওয়ার ৮৬২ দিন পরেও কেনও শান্তি ফিরল না? তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা কেন্দ্রের কাছে জবাব চাইলেন, মনরেগা প্রকল্পে ১২৮২ দিনের ন্যায্য পাওনা অর্থ থেকে কেন বঞ্চনা করা হচ্ছে বাংলাকে? কেন ২২৭৮ দিন ধরে লোকসভায় কোন ডেপুটি স্পিকার নেই? কেন ৪১১৭ দিন সংসদে প্রধানমন্ত্রী উত্তর দিতে পারলেন না বিরোধীদের কোনও প্রশ্নের? ডেরেকের কথায়, এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান, যার জবাবদিহি করতে হবে মোদি সরকারকেই। তাঁর কটাক্ষ, ১৫টা ভোটের হিসাব কষাটা বিজেপির পক্ষে খুব জরুরি নয়। তার আগে মোদি সরকার জবাব দিক এই প্রশ্নগুলোর।

চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভে পুলিশের লাঠি

বিহার

পাটনা: শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশের দাবিতে পাটনায় বিজেপি অফিসের সামনে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখালেন চাকরিপ্রার্থীরা। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে নির্বিচারে লাঠি চালাল বিজেপি-নীতীশের পুলিশ। জখম হলেন বেশ কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার। বিক্ষোভকারীরা ফলপ্রকাশে দেরির জন্য বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্লোগান দেন বিহার সরকার এবং বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিরুদ্ধে। চাকরিপ্রার্থীদের উপরে পুলিশের লাঠি চালনার তীব্র নিন্দা করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। ঘটনার ভিডিও শেয়ার করে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, যখন আমরা কর্মসংস্থান চাই, তখন আমরা লাঠিচার্জ পাই। অধিকারের বিরুদ্ধে আমরা অত্যাচার পাই। এবার বিহারের এই গুন্ডা সরকারকে তার আসল জায়গা দেখিয়ে দেবে যুবকরা।

আজ উপরাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণ, উপস্থিত থাকবেন রাজ্যসভার তৃণমূলের দলনেতা

নয়াদিল্লি: আজ শুক্রবার সকাল ১০টায় উপরাষ্ট্রপতি পদে শপথ নেবেন সিপি রাধাকৃষ্ণন। রাষ্ট্রপতি ভবনে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। অভিষেক এখন কলকাতায় ব্যস্ত রয়েছেন দলের কাজে। শুক্রবার উপরাষ্ট্রপতির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ডেরেক ও'ব্রায়েন।

হরপ্পার লিপি পাঠোদ্ধারে সম্মেলন দিল্লিতে

নয়াদিল্লি: হরপ্পা সভ্যতার লিপি এবং তার বিষয়বস্তু নিয়ে নানা মত ও বিতর্ক নতুন নয়। যুগ যুগ ধরে হরপ্পা লিপির নানা প্রশ্নের উত্তর এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি প্রত্নতত্ত্ববিদদের। হরপ্পার লিপি নিয়ে গবেষকরা একমত নন। পাঠোদ্ধারের প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক তিন দিনের সম্মেলন ডাকল দিল্লিতে। ১১ থেকে ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই সম্মেলন।

মূক-বধির তরুণীকে গণধর্ষণ যোগীরাজ্যে, মৃত্যু অন্তঃসত্ত্বার

লখনউ: যোগীরাজ্যে ধর্ষণরাজ কী ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে তা প্রমাণিত হল আবার। মূক-বধির অন্তঃসত্ত্বাকে গণধর্ষণের পর জোর করে খাইয়ে দেওয়া হল গর্ভপাতের ওষুধ। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক

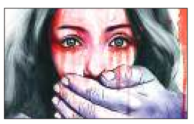

অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও শেষরক্ষা হল না। মৃত্যু হল ধর্ষিতার। ভয়ঙ্কর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের হামিরপুরে। রবিবার সন্ধ্যায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে শ্বশুরবাড়িতে অশান্তির ফলে ওই মহিলা চলে এসেছিলেন বাপের বাড়িতে। সেই সময়ই গ্রামের দুই ব্যক্তি তাঁকে ধর্ষণ করে বেশ কয়েকবার। মহিলা অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে হুমকি দেয় ধর্ষকরা।

দেশজুড়ে বিশেষ অভিযান গ্রেফতার ৫ আইএস জঙ্গি

নয়াদিল্লি: দেশজুড়ে জঙ্গি দমন অভিযানে গ্রেফতার পাঁচ সন্দেহভাজন ইসলামিক স্টেট জঙ্গি। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ধৃতরা রাসায়নিক অস্ত্র বানাতে পারদর্শী এবং আইসিস 'স্লিপার মডিউল'-এর অংশ। এদের কাজ ছিল সংগঠনের শক্তি বাড়ানো। আলাদা 'খিলাফত' মডেল তরুণদের জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি করা হচ্ছিল। ঝাড়খণ্ড, দিল্লি, তেলঙ্গানা ও মধ্যপ্রদেশ থেকে এই পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে আফতাব ও আবু সুফিয়ানকে দিল্লির নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন থেকে গ্রেফতার করা হয়।

পড়ুয়াদের আত্মহত্যার প্রবণতা রুখতে এআই অ্যাপ 'নেভার অ্যালোন'

নয়াদিল্লি: কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের আত্মহত্যার প্রবণতা রুখতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিল দিল্লির এইমস। এই প্রথম 'নেভার এলোন' নামক এআই প্রযুক্তি নির্ভর অ্যাপ লঞ্চ করা হয়েছে। মূলত মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপ এবং মানসিক অবসাদ যাতে প্রভাব না ফেলতে পারে তার থেকে রক্ষা পেতেই এই নেভার এলোন অ্যাপ লঞ্চ করা হয়েছে। এই এআই অ্যাপ সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করবে ছাত্র ছাত্রীদের দাবি করেন এইমসের প্রফেসার এইমস দিল্লির মনোরোগবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ নন্দ কুমার। এই অ্যাপটি বিশেষভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক স্বাস্থ্য মূল্যায়ন, চিকিৎসা এবং চিকিৎসা-পরবর্তী পর্যবেক্ষণ।

দিল্লি ছাড়াও এইমস ভুবনেশ্বর এবং আইএইচ বিএএস শাহদরাতেও এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি একটি ওয়েব-ভিত্তিক সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অ্যাপ যা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা সপ্তাহে সাত দিন অ্যাক্সেস করা যায়। এই অ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনলাইন এবং অফলাইনে মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারে। প্রাথমিক মানসিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য প্রতিদিন মাত্র ৭০ পয়সায় উপলব্ধ হবে। এই পরিষেবাটি পেতে, প্রতিষ্ঠানগুলিকে এইমস দিল্লির সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং পরিষেবার সদস্যতা নিতে হবে। এই পরিষেবা দেশের সমস্ত এইমসে কোনও আর্থিক চার্জ ছাড়াই সরবরাহ করা হবে, যা গ্লোবাল সেন্টার অফ ইন্টিগ্রেটিভ হেলথের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত রক্ষণশীল রিপাবলিকান নেতা চার্লি কির্ক খুন হলেন। ইউটাভ্যালি ইউনিভার্সিটির এক অনুষ্ঠান চলাকালীন ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠকে লক্ষ্য করে গুলি চলে

তিনদিনেই তীব্র মতভেদ আন্দোলনকারীদের

মুখ নিয়ে দ্বন্দ্ব-মারামারি!

বলেন্দ্র, সুশীলার পর এবার ঘিসিং

কাঠমান্ডু: সোম থেকে বৃহস্পতি। সপ্তাহ গড়ানোর আগেই আন্দোলনকারীদের নিজেদের মধ্যেই চূড়ান্ত মতভেদের জেরে প্রায় গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি। সেনার হাতে নিরাপত্তার রাশ থাকলেও নির্বাচিত সরকার তৈরির আগে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাকে করা হবে তাই নিয়ে জেন-জি'র মধ্যেই শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব ও দোষারোপ। একদিনের মধ্যেই যাদের আন্দোলনের চাপে সরে যেতে হয়েছে ওলি সরকারকে, নতুন নেতা নির্বাচনের প্রশ্নে এখন তারাই বারবার ধাক্কা খাচ্ছেন। উলটে, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন এই তরুণদের আন্দোলনের ফায়দা লুঠতে বহু স্বার্থান্বেষী মহল সক্রিয়

■ কুলমান ঘিসিং

হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। অশান্তির আঁচ কিছুটা কমলেও জনজীবন স্বাভাবিক হয়নি। দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার কথা বললেও নেপালের রাজপথ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বেশকিছু দুষ্কৃতী, সংযত হওয়ার বার্তা দিয়ে তা মেনে নিচ্ছেন তরুণ আন্দোলনকারীরাই। কার হাতে যাবে নেপাল, সেই প্রশ্নে মতভেদ রাজপথের মারপিটে এসে দাঁড়িয়েছে। আন্দোলনকারীদের নানা মতের ভিড়ে একাধিক নাম নিয়ে জল্পনা। সর্বশেষ নামটি হল নেপাল বিদ্যুৎ দফতরের প্রাক্তন অধিকর্তা কুলমান ঘিসিংয়ের। স্বচ্ছতা এবং দক্ষতার নিরিখে তাঁকেই বাজি ধরেছেন অনেকে। স্থানীয় নেপালিরা মনে করেন, তাঁদের দেশে বিদ্যুৎ সঙ্কট মিটেছে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার ঘিসিংয়ের দক্ষতাতেই। প্রশাসনিক কাজেও তাঁর অভিজ্ঞতা রয়েছে। পড়াশুনার জন্য একসময় ভারতেও ছিলেন সৎ ভাবমূর্তির এই বিদ্যুৎ অধিকর্তা। পরে অবশ্য, ওলি সরকারের বিষনজরে পড়েন তিনি। নেপাল সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন মহিলা প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি এবং কাঠমান্ডুর মেয়র বলেন্দ্র শাহকে ছাপিয়ে বৃহস্পতিবার ভেসে উঠেছে ঘিসিংয়ের নাম। তালিকায় আরও নাম আছে। যদিও নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের জেরে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কোনও নাম চূড়ান্ত করতে পারেনি নেপালের জেন-জি।

চরম ডামাডোল, নেপালের জেল ভেঙে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় অপরাধীরা

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কিছু বন্দি নিজেরাই ফিরেছে

কাঠমান্ডু: নেপালের চূড়ান্ত রাজনৈতিক ডামাডোল ও অশান্তির সুযোগ নিয়ে সেদেশের জেল ভেঙে প্রায় সাড়ে ১৩ হাজারের বেশি জেলবন্দি পালিয়েছে বলে খবর। কয়েকটি জেলে আগুন ধরিয়ে বহু মামলার সাক্ষ্য-নথি চিরতরে লোপাট করা হয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একাধিক মামলার অভিযুক্তরাও আছে। জেলপালানো আসামিরা নেপাল সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা শুরু করেছে। অনেকক্ষেত্রেই আবার বাইরের পরিস্থিতি প্রতিকূল দেখে কিছু বন্দি নিজেরাই জেলে ফের গিয়েছে। সব মিলিয়ে নেপাল জুড়ে চূড়ান্ত ডামাডোলের পরিস্থিতি একদিকে পড়শি ভারতের নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ বাড়িয়েছে, অন্যদিকে সরকার না থাকার সুযোগ নিয়ে অপরাধীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছে কাঠমান্ডু সহ বিভিন্ন এলাকা।

গত বছরের অগাস্টে বাংলাদেশে অরাজকতার সময় যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, নেপালের ঘটনায় তারই পুনরাবৃত্তি দেখা যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, আমাদের সীমান্ত কি এই মুহূর্তে সুরক্ষিত রয়েছে? বাংলা, বিহার, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ ও সিকিমের নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলে নিরাপত্তা সুরক্ষার পাশাপাশি অনুপ্রবেশের সমস্যা রুখতে সর্বোচ্চ সতর্কতা জরুরি বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

অশান্ত নেপালে জেন-জি বিক্ষোভের সুযোগ

সাড়ে ১৩ হাজার বন্দি পালিয়েছে

নিয়ে একাধিক জেল ভাঙা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রায় সাড়ে ১৩ হাজার বন্দি পলাতক বলে খবর মিলেছে। সীমান্তবর্তী ভারতে অনুপ্রবেশই এদের প্রাথমিক লক্ষ্য। অনুপ্রবেশের চেষ্টার মধ্যে ৩০ জনকে আটক করা হয়েছে। এরমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সীমান্ত থেকে ১৩ জন এবং উত্তরপ্রদেশ সীমান্ত থেকে ১৭ জন ধৃত। বুধবার জেলপালানো ধৃতের সংখ্যা ছিল পাঁচ, বৃহস্পতিবার সকাল হতে না হতেই তা তিরিশে পৌঁছে যাওয়ায় চিন্তা বাড়ছে। সীমান্তের নজরদারি নিয়ে আরও সতর্ক হতে হবে বলেই মনে করছেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। সোমবার থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভের আগুন এখনও নেভেনি নেপালে। সেদেশে সেনার দখলে চলে গেলেও পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। নিয়মিত সেনা টহলের সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে কারফিউয়ের মেয়াদ। অস্থির অবস্থার সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জেল ভেঙে কুখ্যাত কয়েদিরা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। নজরদারি টপকে ঠিক কতজন অনুপ্রবেশ করেছে তা নিয়ে আশঙ্কায় ভারতের গোয়েন্দারা। নেপালের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশের বিপদ বাড়ছে। সীমান্তে তাই এসএসবি নজরদারি বেড়েছে। এদিকে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে নেপালে আটকে থাকা ভারতীয়রা পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত দিয়ে ফিরতে শুরু করেছেন। তাঁদের চোখেমুখে আতঙ্ক। বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত শতাধিক মানুষ সীমান্ত পারাপার করেছেন। প্রত্যেকের পরিচয়পত্র খতিয়ে দেখেই ভারতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছে এসএসবি। জরুরি ভিত্তিতে তেলের ট্যাঙ্কার ও সবজির বেশ কয়েকটি ট্রাক নেপাল থেকে ভারতে প্রবেশ করেছে। নেপাল সীমান্তের মেচি নদী সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি বেড়েছে।

কাতারে হঠাৎ হামলা ইজরায়েলের, তীব্র নিন্দা করল ভারত

নয়াদিল্লি: হামাসের নাম করে এবার গাজা ইস্যুতে মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতারের উপরেই হামলা চালাল ইজরায়েল। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে নয়াদিল্লি। এমনকী কাতারের উপর হামলায় ক্ষুব্ধ ইজরায়েলের মিত্র দেশ আমেরিকাও। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ইজরায়েলের সঙ্গে হামাসের সংঘাত শুরু। গাজা-সহ কার্যত গোটা প্যালেস্তাইন ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়েছে ইজরায়েল। হামাস ও ইজরায়েলের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পশ্চিম এশিয়ার কাতার এতদিন কাজ করেছিল। সেই দেশেই হামাসের অস্তিত্বের যুক্তি দিয়ে আঘাত হানল ইজরায়েল।

কাতারে ইজরায়েলের হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। দোহায় এয়ারস্ট্রাইকের নিন্দা করে বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানিকে ফোন করেন এবং ইজরায়েলি হামলার

সমালোচনায় ট্রাম্পও

তীব্র নিন্দা করেন। আলোচনার মাধ্যমে দুই দেশের সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে নয়াদিল্লি। এর পাশাপাশি তাৎপর্যপূর্ণভাবে ইজরায়েলের হামলার সমালোচনা করেছে তাদের বন্ধু দেশ আমেরিকাও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাফ জানিয়েছেন, এই হামলা বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তারা এই হামলার বিষয়ে জানতেন না। একে সমর্থনও করেন না।

নেপালে প্রকাশ্যে হাতাহাতি জেন-জির সদস্যদের মধ্যে

(প্রথম পাতার পর)

'জেন-জি'রা অনলাইন আলোচনাসভায় তাতে সম্মতি দেন। কিন্তু জটিলতা দেখা দেয় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান হিসেবে নাম ওঠে ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার কুল মান ঘিসিংয়ের। আন্দোলনকারীদের একাংশের যুক্তি, বয়সের কারণে এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদৌ সামাল দিতে পারবেন না সুশীলা কার্কি। শুধু তাই নয়, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ক্ষেত্রে আছে কিছু আইনগত বাধাও। তাই সবদিক দিয়ে বিচার করে আন্দোলনকারীদের একটা অংশ কুল মান ঘিসিংয়ের নাম প্রস্তাব করেন। কারণ, নেপালের ভয়ঙ্কর বিদ্যুৎ সঙ্কটের মোকাবিলা করে ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা নিয়েছিলেন ঘিসিং। কিন্তু জেন-জির একাংশ তাতে রাজি নন। এই নিয়েই সূত্রপাত দু-পক্ষের মধ্যে তুমুল অশান্তি। আরও ভালভাবে বললে ক্ষমতা দখলের লড়াই। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, নেপালের সাম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী প্রথমে যাঁর নাম প্রস্তাব করেছিলেন আন্দোলনকারীরা কাঠমান্ডুর প্রাক্তন মেয়র সেই বলেন্দ্র এখন সমর্থন করছেন সুশীলা কার্কিকেই।

এদিকে, কাঠমান্ডুর দক্ষিণ-পূর্বে একটি জেল ভেঙে পালাতে গিয়ে সেনাবাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। জখম বেশ কয়েকজন। বেশ কয়েকটি জায়গায় শিথিল করা হয়েছে কার্ফু। বিহারের রক্সৌল সীমান্ত দিয়ে ফিরিয়ে আনা হয়েছে নেপালে আটকে পড়া বেশ কিছু ভারতীয়কে।

টেট আন্দোলন অযৌক্তিক

(প্রথম পাতার পর)

ঘোষণা করা হবে। খুব সম্ভবত আগামী দু-একদিনের মধ্যে তালিকা প্রকাশিত হবে। সেখানে দাঁড়িয়ে এই আন্দোলনের পিছনে কী উদ্দেশ্যে আছে আমি জানি না। খোদ পর্ষদ সভাপতিও কয়েকদিন আগে এ-কথাই বলেছেন। তবে ওঁরা শূন্যপদ নিয়ে যেটা বলছেন তা ঠিক নয়। কারণ, শূন্যপদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে এখনই বলা সম্ভব নয়। এটা আসে জেলাগুলি থেকে। জেলাগুলির পুরো রিপোর্ট পাওয়ার পরই এটা বলা সম্ভব। তাই শূন্যপদের সংখ্যা নিয়ে আন্দোলনকারীদের দাবিও তিনি উড়িয়ে দেন। তিনি আরও বলেন, আমি প্রাথমিকের চাকরি প্রার্থীদের আশ্বস্ত করে বলছি, জেলাস্তরে শূন্যপদের তালিকা তৈরির কাজ প্রায় শেষ। চূড়ান্ত তালিকা পেলেই নোটিফিকেশন জারি হবে। তাই এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে এখন আর এই জাতীয় আন্দোলনের কোনও মানে হয় না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জিৎ চক্রবর্তী পরিচালিত আসন্ন ছবির নাম 'বাবা'। মেয়েকে বাঁচাতে বাবার সংগ্রাম ও সাহসিকতার কাহিনি। ছবির মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, কিরণ মজুমদার, মমতাশঙ্কর, বিশ্বনাথ বসু, কাঞ্চন মল্লিক প্রমুখ

বঙ্গতনয়ার বিশ্বজয়

পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত এলাকা থেকে সুদূর ভেনিস— খুব মসৃণ ছিল না সেই পথ। সেই পথ পেরিয়ে ৮২তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সেরার শিরোপা ছিনিয়ে নিলেন বঙ্গতনয়া অনুপর্ণা রায়। ইতিহাস গড়লেন তিনি। অনুপর্ণা তাঁর পরিচালিত ছবি 'দ্য সঙস অফ ফরগটেন ট্রিজ'-এর জন্য পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান। পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া ব্লকের নারায়ণপুর গ্রামের মেয়ে অনুপর্ণার হাত ধরে বিদেশের মাটিতে বাংলা তথা বাঙালির জয়জয়কার। গত ২৭ অগাস্ট থেকে ৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ইতালিতে অনুষ্ঠিত হয় ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব। সেখানে গোটা বিশ্বের মোট ৪ হাজার ৫৮০টি ছবি জমা পড়েছিল। এর মধ্যে ২১টি ছবিকে মূল প্রতিযোগিতার জন্য বেছে নেওয়া হয়। সেখানকার 'অরিজোন্তি' (Orrizonti) বিভাগে সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন অনুপর্ণা। অনুপর্ণাই প্রথম যিনি এই বিভাগে সেরা ভারতীয় পরিচালক হিসেবে পুরস্কারটি পেলেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রিটিশ ইংরেজির স্নাতক অনুপর্ণা প্রথম জীবনে ছিলেন একজন কর্পোরেট কর্মী। পুরুলিয়ার নিতুড়িয়ার সরবড়ি গ্রামের কাছে নারায়ণপুরে জন্ম তাঁর। নিতুড়িয়ার রানিপুর হাইস্কুলে পড়াশোনা করেছেন অনুপর্ণা। বাবা ব্রহ্মানন্দ রায় কয়লাখনিতে চাকরি করতেন। সেই সূত্র ধরেই মাধ্যমিকের পরে পড়াশোনার জন্য দুর্গাপুরে চলে যান তিনি। কুলটি কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক হন। এর পরে মাস কমিউনিকেশন নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য পাড়ি দেন দিল্লি। পরবর্তীতে দিল্লিও মুম্বইয়ে কর্পোরেট সেক্টরে চাকরি করেন। যদিও চলচ্চিত্র জগতের প্রতি অমোঘ আকর্ষণ ছিল তাঁর। সেই আকর্ষণেই অনুপম খের-এর অভিনয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন। মুম্বইয়ে থাকাকালীন বিভিন্ন অভিনয় ওয়র্কশপে অংশও নিতেন অনুপর্ণা। ২০২৩ সালে 'রান টু দ্য রিভার' নামক শর্ট ফিল্মের সহকারী পরিচালক হিসেবে তাঁর চলচ্চিত্র জগতে যাত্রা শুরু হয়। তাঁর দ্বিতীয় ছবি 'সঙস অফ ফরগটেন ট্রিজ'। এই ছবি মুম্বইয়ে বসবাসকারী দুই অভিবাসী নারীর থুয়া এবং শ্বেতার জীবনসংগ্রামের গল্প শোনায়। তাঁদের শহুরে জীবন, বন্ধুত্ব এবং জীবনযুদ্ধ, নীরব প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাবার কাহিনি যেন অনুপর্ণার নিজের অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির প্রতিফলন। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছেন নাজ শেখ, সুমি বাঘেল প্রমুখ। এই যাত্রাপথে তিনি প্রতিমুহূর্তে পাশে পেয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপকে। পুরস্কার গ্রহণের দিন সাদা শাড়িতে বাঙালিয়ানা সাজে মঞ্চে ওঠেন অনুপর্ণা। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফরাসি পরিচালক জুলিয়া ডুকনাউ।

অনুপর্ণা রায়

পুজোর রিলিজে তিন ধামাকা

পুজোর আর মাত্র ক'দিন। সেই উপলক্ষে টলিপাড়াতেও মহোৎসবের শুরু। এক নয়, দুই নয় তিন-তিনটে হেভিওয়েট ছবি মুক্তি পাচ্ছে পুজোর মুখে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরাণী', দেব-এর 'রঘু ডাকাত' ও নন্দিতা-শিবপ্রসাদ-এর 'রক্তবীজ ২'। কে থাকবে এগিয়ে? কে জিতে নেবে দর্শকমন? কে বক্স অফিসে তুলবে ঝড়? এখন শুধু অপেক্ষার প্রহর গোনা। লিখছেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

ঢাকে কাঠি পড়তে আর মাত্র ক'দিন। সেই সঙ্গে টলিপাড়াতেও জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। সেখানে ছবির মহোৎসব। মুক্তি পাচ্ছে তিন-তিনটে ব্লকবাস্টার্স ছবি। হবে টক্কর। কে জিতবে দর্শকমন,বক্স অফিস যাবে কার দখলে। কারণ তিনটে ছবিই হেভি ওয়েট এবং বিগ বাজেটের। এর মধ্যে দুটো ঐতিহাসিক কাহিনি-নির্ভর মহাকাব্যিক ছবি। দেব এন্টারটেইনমেন্ট ভেঞ্চারের 'রঘু ডাকাত' এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'দেবী চৌধুরাণী', আর তিন নম্বরটি হল উইনডোজ প্রডাকশনের নন্দিতা-শিবপ্রসাদের অ্যাকশন প্যাক ছবি 'রক্তবীজ ২'।

দেবী চৌধুরাণী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস 'দেবী চৌধুরাণী'কে নিয়ে সিনেমা আগেও হয়েছে। সেই ছবিতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ ডাকাতরানির চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুচিত্রা সেন। সেই দেবী চৌধুরাণীর চরিত্রে এবার শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। মুক্তি পাচ্ছে পরিচালক শুভ্রজিৎ মিত্রের ছবি 'দেবী চৌধুরাণী'। এমন চরিত্রে অভিনয় করতে গেলে দরকার কড়া হোমওয়ার্কের। তাতে কোনও খামতি রাখেননি শ্রাবন্তী। ঘোড়সওয়ারের তালিমও নিয়েছেন। শিখেছেন যুদ্ধকলাও। এ-ছবির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভবানী পাঠকের চরিত্রে রয়েছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। শ্রাবন্তী-প্রসেনজিৎ ছাড়াও এই সিনেমায় রয়েছেন বিবৃতি চট্টোপাধ্যায়, দর্শনা বণিক, সব্যসাচী চক্রবর্তী, অর্জুন চক্রবর্তী প্রমুখ। ছবির সঙ্গীতের দায়িত্ব সামলেছেন বিক্রম ঘোষ।

রঘু ডাকাত

বাংলায় রঘু ডাকাতের মতো এমন 'বিখ্যাত' ডাকাত বোধহয় আর তেমন আসেনি! নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিল এই রঘু ডাকাত। সেই ভয়াল-ভয়ঙ্কর রঘুর কাহিনি নিয়ে তৈরি হয়েছে পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি 'রঘু ডাকাত'। ইতিমধ্যেই ছবির প্রচার শুরু করে দিয়েছে টিম 'রঘু ডাকাত'। জেলায় জেলায় যাচ্ছেন তাঁরা। ২৬ সেপ্টেম্বরের ভোরের জন্য প্রহর গোনা শুরু করেছেন দেব-অনুরাগী-সহ ভাল ছবির দর্শকেরা। তাঁদের প্রচার পর্ব যেন এক উৎসবের আকার নিয়েছে। এসভিএফ এন্টারটেইনমেন্ট এবং দেব এন্টারটেনমেন্ট ভেনচারের ব্যানারে ছবির প্রযোজনা করেছেন শ্রীকান্ত মোহতা, মহেন্দ্র সোনি ও দেব অধিকারী। প্রধান চরিত্রে দেব ছাড়াও অভিনয় করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য, ইধিকা পাল-সহ আরও অনেকে।

রক্তবীজ ২

আবার মুনির আলম এবং পঙ্কজ সিনহার দ্বৈরথ শুরু হবে। এবার পুজোয় দুজনে সম্মুখসমরে। কে জিতবে, কে হারবে সেই নিয়ে মুক্তি পাচ্ছে উইনডোজ প্রডাকশনের পলিটিকাল অ্যাকশন থ্রিলার 'রক্তবীজ' ২। 'রক্তবীজ'-এর সিক্যুইল নিয়ে চর্চা চলছিল বহুদিন ধরেই। বহু প্রতীক্ষিত সেই সিক্যুইল এবার পুজোয় বড়পর্দায়। পরিচালক নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কাহিনি এবং চিত্রনাট্য জিনিয়া সেন। অভিনয়ে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, আবির চট্টোপাধ্যায়, অঙ্কুশ হাজরা, মিমি চক্রবর্তী, কৌশানী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

এছাড়া আবির চট্টোপাধ্যায়ের আরও একটি জমজমাটি ছবি মুক্তি পাচ্ছে এই পুজোতেই। 'যতো কাণ্ড কলকাতায়'। ফের একবার গোয়েন্দা-চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। যার মগজাস্ত্রের খেল দেখতে বাঙালি তৈরি। ছবির প্রযোজক ফিরদৌসল হাসান, পরিচালক অনীক দত্ত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ার জল্পনা ওড়ালেন শচীন

প্রণয়কে হারিয়ে আটে লক্ষ্য

এগোচ্ছেন সাত্ত্বিক-চিরাগও

হংকং, ১১ সেপ্টেম্বর : দীর্ঘ ছ'মাস পর কোনও ওয়ার্ল্ড ট্যুর টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য সেন। বৃহস্পতিবার হংকং ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টনের শেষ আটে উঠে খরা কাটিয়েছেন তিনি। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে লক্ষ্য হারিয়েছেন আরেক ভারতীয় শাটলার এইচ এস প্রণয়কে।

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন ভারতীয় জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রাংকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠি। প্যারিস অলিম্পিকে অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ হাতছাড়া করেছিলেন। কিন্তু তার পর থেকেই খুব খারাপ ফর্মে ছিলেন লক্ষ্য। এদিন অবশ্য প্রণয়ের বিরুদ্ধে ১৫-২১, ২১-১৮, ২১-১০ গেমে ম্যাচ জিতে শেষ আটের টিকিট আদায় করে নিলেন। এবার লক্ষ্যর প্রতিপক্ষ আরেক ভারতীয় আয়ুষ শেঠি। যিনি আবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে জাপানের কোদাই নারাওকাকে ২১-১৯, ১২-২১, ২১-১৪ গেমে হারিয়ে চমক দিয়েছেন। অন্যদিকে, থাইল্যান্ডের পিরচাই সুকফুন ও পাক্কাপন তিররাতসাকুলকে হারিয়ে ছেলেদের ডাবলসের শেষ আটে জায়গা করে নিয়েছেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। তিন গেমের লড়াইয়ের পর, ১৮-২১, ২১-১৫, ২১-১১ ফলে ম্যাচ বের করে নেন তাঁরা। সাত্ত্বিকদের প্রতিপক্ষ মালয়েশীয় জুটি জুনাইদি আরিফ ও রয় কিং ইয়াপ।

সেরা সম্মান, আপ্লুত রোনাল্ডো

লিসবন, ১১ সেপ্টেম্বর : ক্লাব হোক বা আন্তর্জাতিক ফুটবল, চল্লিশেও দাপট দেখিয়ে চলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। পাঁচবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী পর্তুগিজ মহাতারকা এবার নিজের দেশের সর্বোচ্চ লিগ পর্তুগিজ প্রিমিরা লিগা 'লিগা পর্তুগালের তরফে সর্বোচ্চ সম্মান পেলেন। সর্বকালের সেরার পুরস্কার উঠল সিআর সেভেনের হাতে। অনুষ্ঠানে সশরীরে হাজির না থাকলো রোনাল্ডোর হাতে পৌঁছে গিয়েছে এই সম্মান। ভিডিও বার্তায় সেরার ট্রফি হাতে নিয়ে রোনাল্ডো তাঁর সাফল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সতীর্থদের।

গোলদাতা হিসেবে সর্বকালীন রেকর্ড পর্তুগিজ মহাতারকার দখলে। ক্লাব ও দেশের জার্সিতে মোট ১২৮৬ ম্যাচে ৯৪৩ গোল করেছেন রোনাল্ডো। মাত্র ৫৭ গোল দূরে ১০০০ গোলের মাইলফলক থেকে। সর্বকালের সেরার সম্মান হাতে নিয়ে রোনাল্ডো ভিডিও বার্তায় বলেন, সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারের জন্য আমি লিগা পর্তুগালকে ধন্যবাদ জানাই। আমার দেশের জন্য এটা বিরাট সম্মান। তবে এর জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই আমার সতীর্থ, কোচেদের এবং সেই সমস্ত মানুষকে যারা আমার গোটা কেরিয়ারে সাহায্য এবং সমর্থন করেছে এই দুর্দান্ত ট্রফিটা জেতার জন্য। প্রত্যেককে পাশে পেয়েছিলাম বলেই এই যাত্রাপথে নিজেকে অনুপ্রাণিত করে উন্নতি করতে পেরেছি। ধন্যবাদ সবাইকে।

সব ট্রফি জিতলেও এখনও সিআর সেভেনের অধরা বিশ্বকাপ। যেভাবে নিজেকে ফিট রেখে খেলে চলেছেন তাতে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে আগামী বছর কেরিয়ারের ষষ্ঠ বিশ্বকাপেও যে তিনি মাঠে নামবেন, ধরেই নেওয়া যায়।

লিসবনের অনুষ্ঠানে রোনাল্ডোর সতীর্থ লুইস নানি এবং রিকার্ডো কুয়ারেসমাকে পর্তুগিজ ফুটবলের 'হল অফ ফেম'-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নায়ক লিটন

আবু ধাবি, ১১ সেপ্টেম্বর : অধিনায়ক লিটন দাসের দুরন্ত হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে এশিয়া কাপ অভিযান জয় দিয়ে শুরু করল বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ৭ উইকেটে হারিয়েছে হংকংকে। এদিন প্রথমে ব্যাট করতে নেমে পুরো কুড়ি ওভার খেলে দেন হংকংয়ের ব্যাটাররা। ৭ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে রান তোলেন ১৪৩। নিজাকত খান সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন। জিশান আলির অবদান ৩০ রান। এরপর ব্যাট করতে নেমে, ১৭.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৪ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলাদেশ। লিটন ৫৯ করে আউট হলেও, ৩৫ রানে অপরাজিত থেকে যান তৌহিদ হৃদয়।

আজ নামছেন নাগালরা

বিয়েল, ১১ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপের ওয়ার্ল্ড গ্রুপ ওয়ান টাইয়ে নামছে ভারত। এই ম্যাচ হবে সুইজারল্যান্ডের মাটিতে, ইন্ডোর হার্ড কোর্টে। ডেভিস কাপে মুখোমুখি সাক্ষাতে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ভারত। দু'দল শেষবার মুখোমুখি হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। সেবার কলকাতায় সাউথ ক্লাবের ঘাসের কোর্টে আয়োজিত ডেভিস কাপ টাই ৩-২ ফলে জিতেছিলেন লিয়েন্ডার পেজ, রমেশ কৃষ্ণানরা।

প্রথম দিনে জোড়া সিঙ্গলস ম্যাচে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন সুমিত নাগাল এবং দক্ষিণেশ্বর সুরেশ। দেশের এক নম্বর সিঙ্গলস প্লেয়ার নাগালের খেলা প্রত্যাশিত ছিল। তবে প্রথমবার ডেভিস কাপ খেলতে নামা সুরেশকে সিঙ্গলসে খেলানোর সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত রাজপাল। সুরেশ প্রথম সিঙ্গলসে খেলবেন সুইজারল্যান্ডের এক নম্বর খেলোয়াড় জেরোমে কিমের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় সিঙ্গলসে নাগাল মুখোমুখি হবেন মার্ক আন্দ্রেয়া হিউসলারের। সিঙ্গলসে ভারতের সেরা বাজি নাগাল। তবে র্যা ঙ্কিংয়ে দুই সুইস খেলোয়াড়ই অনেকটা এগিয়ে।

এদিকে, চোটের জন্য আরেক তারকা খেলোয়াড় যুকি ভামরিকে পাচ্ছে না ভারতীয় দল। ফলে দ্বিতীয় দিনে ডাবলসে এন শ্রীরাম বালাজির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন ঋত্বিক বলিপল্লি। ভারত যেখানে যোগ্যতা অর্জন পর্বে টোগোকে হারিয়েছে। সেখানে সুইজারল্যান্ড আবার স্পেনের কাছে হেরেছে। তবে হার্ড কোর্টে সুইসরাই এগিয়ে।

ডেভিস কাপ

চিনের কাছে হার

হাংঝাউ, ১১ সেপ্টেম্বর : মেয়েদের এশিয়া কাপ হকির সুপার ফোরে দ্বিতীয় ম্যাচে মুখ থুবড়ে পড়ল ভারত। বৃহস্পতিবার আয়োজক চিনের কাছে ১-৪ গোলে হেরে গেলেন সঙ্গীতা কুমারীরা। এদিনের হারের পর কিছুটা হলেও চাপে পড়ে গেল ভারতীয় দল। যা পরিস্থিতি, তাতে ফাইনালে ওঠার জন্য শনিবার সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে গতবারের চ্যাম্পিয়ন জাপানকে হারাতেই হবে।

দিনের অন্য একটি ম্যাচে জাপান ১-১ ড্র করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে। ফলে ২ ম্যাচে জাপান ও কোরিয়ার পয়েন্ট মাত্র ১। অন্যদিকে, টানা দু'টি ম্যাচ জিতে ৬ পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে ফাইনালে উঠে গেল চিন। ২ ম্যাচ খেলে ভারতের পয়েন্ট ৩। জাপানের সঙ্গে ড্র করলেও, সুযোগ থাকবে ফাইনালে ওঠার। শর্ত হল, চিনের বিরুদ্ধে কোরিয়াকে হারতে হবে। অথবা ম্যাচটা ড্র হতে হবে। এদিন চিনের বিরুদ্ধে খেলা শুরুর ৪ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল ভারত। জউ মেই রং। এরপর অনেক চেষ্টা করেও চিনা রক্ষণ ভাঙতে পারছিলেন না ভারতীয় মেয়েরা। উল্টে ৩১ মিনিটে চিনকে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন চেন ইয়াং। আট মিনিট পরেই অবশ্য মুমতাজ খানের গোলে ব্যবধান ১-২ করেছিল ভারত। তবে ৪৯ ও ৫৬ মিনিটে পরপর দু'টি গোল করে চিনের জয় নিশ্চিত করেন যথাক্রমে তান জিন ঝুয়াং এবং জউ।

সরকারের রোষে দেশত্যাগী জকো

এথেন্স, ১১ সেপ্টেম্বর : দেশত্যাগী হলেন নোভাক জকোভিচ! সার্বিয়া ছেড়ে সপরিবারে গ্রিসে পাড়ি দিয়েছেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী টেনিস তারকা। এর কারণ সরকারের রোষে পড়া।

ডিসেম্বরে সার্বিয়ার নোভি সাদের রেল স্টেশনে একটি ক্যানোপি ভেঙে পড়ে ১৬ জনের মৃত্যু হয়। তার পরেই দুর্নীতির বিরোধিতা করে সে-দেশের ছাত্ররা সরকার বদলের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিল। সেই আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করে সার্বিয়া প্রশাসনের বিরাগভাজন হয়েছিলেন জকোভিচ। সেই সময় তিনি বলেছিলেন, যুব সমাজের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। দেশের সবথেকে বড় শক্তি যুব সমাজ। তাদের সম্মান করা উচিত সরকারের।

এর ফলে সার্বিয়া সরকারের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম কড়া সমালোচনা করেছিল জকোভিচের। জকোর কড়া সমালোচনা করছিল তারা। আর এরই জেরে তিনি দেশ ছেড়েছেন বলে খবর। ইতিমধ্যেই সপরিবার গ্রিসের রাজধানী এথেন্সে থাকা শুরু করেছেন। ছেলে স্টেফান ও মেয়ে তারাকে সেখানকার নামী স্কুল সেন্ট লরেন্সে ভর্তিও করে দিয়েছেন বলে খবর। শহরের একটি অভিজাত এলাকায় বাড়িও কিনেছেন। সম্প্রতি জকোভিচকে এথেন্সের কাভুরি টেনিস ক্লাবে ছেলের সঙ্গে খেলতেও দেখা গিয়েছিল।

ইতিমধ্যেই জকোভিচ গ্রিক গোল্ডেন ভিসার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। গ্রিসে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করলে এই ভিসা পাওয়া যায়। গ্রিক প্রধানমন্ত্রী কিরিয়াকোস মিতসোতাকিসের সঙ্গে বার দুয়েক দেখাও করেছেন জকোভিচ।

সপরিবার গ্রিসে

নীরজ নয়, লড়াই নিজের সঙ্গে : নাদিম

টোকিও, ১১ সেপ্টেম্বর : প্যারিস অলিম্পিকের পর ফের মুখোমুখি হতে চলেছেন নীরজ চোপড়া ও আর্শাদ নাদিম। শনিবার থেকে টোকিওতে শুরু হচ্ছে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। আর সেখানেই দেখা যাবে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে ভারত-পাক দ্বৈরথ।

প্যারিস অলিম্পিকে নীরজকে টেক্কা দিয়ে সোনা জিতেছিলেন নাদিম। ২০২৩ বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে নীরজ আবার পাক তারকাকে হারিয়ে সোনার দখল নিয়েছিলেন। পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হানার পাল্টা অপারেশন সিঁদুর। গত কয়েক মাসে ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। ফলে নীরজ-নাদিম দ্বৈরথও আলাদা মাত্রা পাচ্ছে।

টুর্নামেন্ট শুরুর দু'দিন আগে একটি জাপানি চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে নাদিমকে প্রশ্ন করা হয়েছিল নীরজের সঙ্গে লড়াই নিয়ে। যার উত্তরে পাক জ্যাভেলিন থ্রোয়ার বলেছেন, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী আমি নিজেই। অন্য কোনও ব্যক্তি নয়। প্যারিস অলিম্পিকের পর এটাই আমার প্রথম বড় মাপের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট। প্রস্তুতি খুব ভাল হয়েছে। নাদিমের সংযোজন, আমি প্রতিটি টুর্নামেন্টে নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি। একই লক্ষ্য নিয়ে টোকিওতে এসেছি। বাকিটা ঈশ্বরের হাতে। এদিকে, গত মাসে সুইজারল্যান্ডে আয়োজিত ডায়মন্ড লিগ ফাইনালে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন নীরজ। ফলে এবার নিজের সেরাটা দিতে মুখিয়ে থাকবেন ভারতীয় তারকাও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসন্ন মেয়েদের একদিনের বিশ্বকাপের সব ম্যাচই পরিচালনা করবেন মহিলা আম্পায়াররা

মাঠে ময়দানে

স্বামী বিবেকানন্দ কাপ

খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন ক্রীড়ামন্ত্রী (উপরে)। নিচে বিশিষ্টদের মাঝে ক্রীড়ামন্ত্রী।

প্রদীপ জ্বালিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ কাপের সূচনা করছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। পাশে অন্যেরা। বৃহস্পতিবার।

টুর্নামেন্টের পুরস্কারমূল্য ৫০ লক্ষ

প্রতিবেদন : বাংলার ভূমিপুত্র তুলে আনার বৃহত্তর লক্ষ্য নিয়ে জেলা ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ 'স্বামী বিবেকানন্দ কাপ' শুরু হল বৃহস্পতিবার স্বামীজির স্মৃতি বিজরিত বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের মাঠে। আয়োজক রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর ও আইএফএ। স্বামীজির ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতার ১৩৩ বছরের স্মরণে এই প্রতিযোগিতা চলবে আগামী বছর মার্চ পর্যন্ত। প্রতিযোগিতার পুরস্কারমূল্য ৫০ লক্ষ টাকা। চ্যাম্পিয়ন ক্লাব পাবে ৫ লক্ষ এবং রানার-আপ দল পাবে ৩ লক্ষ টাকা। সেরা গোলকিপার এবং সর্বোচ্চ গোলদাতাকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। রাজ্যের সমস্ত জেলাগুলিতে ম্যাচ হবে। প্রতিটি জেলার ৮টি ক্লাব নিয়ে সারা রাজ্যে মোট ৩৪৮টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি ম্যাচ ৯০ মিনিটের। শুরুতে লিগ পর্যায়ের পর জোনাল পর্ব এবং ফাইনাল। খেলোয়াড়দের বয়সের প্রমাণপত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক। জেলা স্তরের চ্যাম্পিয়ন ও রানার-আপ দলের সেরা গোলকিপার ও সর্বোচ্চ গোলদাতাকেও পুরস্কৃত করা হবে। কোয়ার্টার ফাইনালের চার পরাজিত দলকেও দেওয়া হবে পুরস্কার।

চার গোলে সুপার সিক্স শুরু ডায়মন্ড হারবারের

প্রতিবেদন : কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে দুরন্ত শুরু ডায়মন্ড হারবারের। বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে সুপার সিক্সের ম্যাচে ক্রীড়ামন্ত্রীর ক্লাব সুরুচি সংঘকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্লাব। জোড়া গোল করে নায়ক আকিব নবাব। বাকি দুই গোলদাতা সাইবর ও অমরনাথ বাস্কে। ডায়মন্ড হারবারের জার্সিতে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেই স্কোরশিটে নাম তুললেন নতুন রিক্রুট অমরনাথ। এদিনের ম্যাচ জিতে কলকাতা লিগের খেতাবের লক্ষ্যে এগোল ডায়মন্ড হারবার। রবিবার কিশোরভারতীতে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচটাই লিগের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ হতে চলেছে। এদিন নিজেদের মাঠে ইস্টবেঙ্গলও দাপটে জিতেছে। কলকাতা লিগের খেতাবের লক্ষ্যে এগোল ডায়মন্ড হারবার। রবিবার কিশোরভারতীতে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচটাই লিগের খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ হতে চলেছে। এদিন নিজেদের মাঠে ইস্টবেঙ্গলও দাপটে জিতেছে।

নৈহাটিতে সুরুচি এদিন ডায়মন্ডের কাছে চার গোলে হারলেও ম্যাচটা একতরফা হয়নি। সুযোগ তৈরি করেছিল ক্রীড়ামন্ত্রীর ক্লাবও। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার আধিপত্য নিয়ে খেলেছে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বাজিমাত করেছে ডুরান্ড কাপের রানার্স টিম। প্রথমার্ধেই তিন গোল করে ম্যাচ নিজেদের পক্ষে করে নেয় ডায়মন্ড হারবার। ১৬ মিনিটে সাইবর গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধে সহজ সুযোগ নষ্ট করে সুরুচি। তবে ৩৭ ও ৪০ মিনিটে

গোল উৎসব সাইবরদের। নৈহাটিতে বৃহস্পতিবার।

পরপর দু'টি গোল করে ডায়মন্ড হারবারের জয়ের রাস্তা মসৃণ করেন আকিব। গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে হ্যাটট্রিক করতে পারতেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে সুরুচি ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও নিজেদের দুর্গ অক্ষত রাখে ডায়মন্ড হারবার। তারমধ্যেই ৭০ মিনিটে চতুর্থ গোলও করে ফেলে ডায়মন্ড। নতুন সই করা অমরনাথ বাস্কে পরিবর্ত হিসেবে নেমে বল জালে জড়ান।

ডায়মন্ড হারবার সচিব মানস ভট্টাচার্য বলেন, আমরা এদিন চার গোল করলেও সুরুচিও ভাল খেলেছে। ওরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি, আমরা সেটা করেছি। ইস্টবেঙ্গল ম্যাচটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ হতে যাচ্ছে।

এসিএলে কঠিন গ্রুপে মেয়েরা

প্রতিবেদন : মেয়েদের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূলপর্বে কঠিন গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল। বৃহস্পতিবার ড্র অনুষ্ঠিত হয়। 'বি' গ্রুপে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। সেখানে সঙ্গীতা বাসফোর, সৌম্যা গুগলোথদের চিন, উজবেকিস্তানের চ্যাম্পিয়ন টিমের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। চিনের মাটিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের গ্রুপ পর্বের ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েদের। গ্রুপে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ চিনের উহান জিয়াংদা এফসি, ইরানের বাম খাতুন এফসি এবং উজবেকিস্তানের পিএফসি নাসাফ। পাঁচবারের চিনা সুপার লিগ চ্যাম্পিয়ন এবং গতবারের এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী উহান জিয়াংদা সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ উহান। ১৭ নভেম্বর বাম খাতুন, ২০ নভেম্বর উহান এবং ২৩ নভেম্বর নাসাফের বিরুদ্ধে খেলবে ইস্টবেঙ্গল।

নায়ক গুইতে, লিগে বিধ্বংসী ইস্টবেঙ্গল

গোলের উচ্ছ্বাস নাসিবদের।

প্রতিবেদন : দাপটে কলকাতা লিগের সুপার সিক্স অভিযান শুরু করল ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড কলকাতাকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে লিগের খেতাবি লড়াইয়ে এগোল মশালবাহিনী। এদিনই চলতি মরশুমে প্রথমবার নিজেদের মাঠে খেলতে নেমেছিল ইস্টবেঙ্গল। এতদিন পর ময়দানে লিগের ম্যাচ ফিরলেও ভরা গ্যালারি দেখা যায়নি। তবে যাঁরা মাঠে ছিলেন তাঁরা প্রিয় দলের দাপুটে জয় উপভোগ করেন। ইস্টবেঙ্গল প্রচুর গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে ইউনাইটেড কলকাতার লজ্জা আরও বাড়ত। লাল-হলুদের তিন গোলদাতা নাসিব রহমান, পি ভি বিষ্ণু ও ভানলালপেকা গুইতে। চোট ও কার্ড সমস্যায় সৌভিক চক্রবর্তী, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়রা না থাকলেও ইস্টবেঙ্গলের জয় পেতে সমস্যা হয়নি।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মিজো মিডফিল্ডার গুইতে মাঠে নামার পরই ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ে। নিজে একটি গোলও করেন। তার আগে শুরু থেকে ম্যাচের রাশ হাতে রেখেও গোলের লকগেট খুলতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। ডেভিডের পাস থেকে একা গোলকিপারকে পেয়েও গোল করতে পারেননি বিষ্ণু। সহজ সুযোগ নষ্ট করেন আমন সিকে। ইউনাইটেড কলকাতার সমীর বায়েনও সুযোগ নষ্ট করেন। বিরতির ঠিক আগে যোগ করা সময়ে নাসিবের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। দ্বিতীয়ার্ধে দাপট অব্যাহত রাখে বিনো জর্জের ছেলেরা। গুইতে নামার পর ইস্টবেঙ্গল ফেরে চেনা ছন্দে। ৪৮ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে বিশ্বমানের গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে লাল-হলুদ। এরপর শুধুই লাল-হলুদ ঝড়। ৬৮ মিনিটে গুইতের গোলে ৩-০। কোচ বিনো বললেন, ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে খেলার আরও উন্নতি দরকার। এদিকে, ইস্টবেঙ্গল মাঠের ফ্লাডলাইটের তার চুরি হওয়ায় বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছে ক্লাব।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

12 September, 2025 • Friday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in

ক্রিকেট জীবনে ভুগিয়েছেন ফ্লেমিং। দক্ষিণ আফ্রিকা লিগে তাঁর সঙ্গে লড়ে ডেওয়াল্ড ডেভিসকে নিয়ে বদলা প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের কোচ সৌরভের

সহজ ম্যাচ জিতেই সূর্যর মুখে পাকিস্তান

দাঁড়াতেই পারল না সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দল। তবে এবার কঠিন চ্যালেঞ্জ সূর্যদের। সামনে পাকিস্তান।

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কাছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি যে কোনও বাধা হবে না সেটা আগেই আন্দাজ করা গিয়েছিল। কিন্তু ভারতের প্রথম ম্যাচ যা অনুমান ছিল তার থেকেও সহজ হয়েছে। প্রতিপক্ষের ৫৭ রান স্রেফ ৪.৩ ওভার তুলে দিয়েছে ভারত।

পরের ম্যাচ পাকিস্তান। যে ম্যাচ নিয়ে এশিয়া কাপ শুরুর আগে থেকে উত্তেজনা রয়েছে। সূর্যকুমার যাদব জানালেন তাঁরাও পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে উত্তেজিত। সূর্যর কথায়, আমরা সবাই পাকিস্তান ম্যাচে মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে আছি। সবাই এই ম্যাচে ভাল খেলতে চায়। আমরা সত্যিই পাকিস্তান ম্যাচের অপেক্ষায় আছি।

আমিরশাহিকে যেভাবে সূর্যরা উড়িয়ে দিয়েছেন তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট, এই দল মাঠে নামছে প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিতে। নাহলে প্রথম ম্যাচে শরিফুল-সিমরনজিৎরা এভাবে পরাস্ত হবেন কেন! ভারত অধিনায়ক ক্যাপ্টেনস মিটেও বলেছিলেন, তাঁদের খেলায় আগ্রাসন থাকবে। এটা সঙ্গে নিয়েই মাঠে নামবেন। সূর্যর বক্তব্য ছিল, আগ্রাসন ছাড়া খেলা যায় না। আমি এটা সঙ্গে নিয়েই মাঠে নামব।

এদিকে, প্রথম ম্যাচ এত সহজে জেতার পর সূর্য বলেছেন, ছেলেদের এটা ক্লিনিক্যাল পারফরম্যান্স। আমরা এনার্জি ও পারফরম্যান্স করার তাগিদ নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম। সেটা আমাদের ব্যাটিংয়েও ফুটে উঠেছে। উইকেট একটু স্লো ছিল। তাই আশা করেছিলাম স্পিনাররা দাপট দেখাবে। কিন্তু হার্দিক, বুমরা আর শিবম ওদের সাহায্য করেছে।

প্রস্তুতির ফল এই জয়, দাবি মর্কেলের

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : তাঁরা যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, প্রথম ম্যাচে বোলাররা সেভাবেই বল করেছে। জয়ের পর বলেছেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে ভারত। কুলদীপ-শিবমদের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি বিপক্ষের ব্যাটাররা। খেলার পর বিসিসিআই মর্কেলের একটি ভিডিও বার্তা পোস্ট করেছে। সেখানে তিনি বলেছেন, সলিড স্টার্ট করেছে ছেলেরা। আমরা অনেকদিন সেভাবে সাদা বলের ক্রিকেট খেলিনি। তাই মনে হচ্ছে আমাদের ফোকাস ঠিক ছিল। প্রস্তুতিও ভাল হয়েছে। সবমিলিয়ে আমরা ভালই করেছি। কুলদীপ যাদব ৪টি ও শিবম দুবে ৩টি উইকেট নিয়েছেন। ১৩.১ ওভারে গুটিয়ে যায় আমিরশাহির ইনিংস। মর্কেল জানিয়েছেন, ম্যাচের প্রথমার্ধে বোলাররা অনেক পরিশ্রম করেছে। তাতেই ফল এসেছে।

ভারত-পাক ম্যাচের পক্ষেই সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিলের দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি জে কে মাহেশ্বরী এবং বিজয় বিশ্নোইয়ের বেঞ্চে চার আইনজীবী আবেদন করেছিলেন, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ রবিবার। শুক্রবার শুনানির জন্য মামলা যেন তালিকায় রাখা হয়। কিন্তু দুই বিচারপতির বেঞ্চ মামলা তা খারিজ করে জানিয়ে দেয়, খেলা খেলার জায়গায় থাকবে। ম্যাচ অবশ্যই হবে।

পহেলগাঁওয়ের ঘটনার কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্রিকেট ম্যাচ খেলা উচিত নয় বলে বিভিন্ন মহলে দাবি করা হচ্ছে। দেশের শীর্ষ আদালতের সুরেই ভারতের প্রথম বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব জানিয়েছেন, এটা নিয়ে বড় ইস্যু করা উচিত নয়। কপিল বলেছেন, সরকারের একটা অবস্থান রয়েছে। তারা তাদের কাজ করবে। খেলোয়াড়দের কাজ খেলা। আমি বলব, মাঠে নেমে খেলো এবং জিতে ফেরো। খেলোয়াড়দের অন্য কিছুতে মন দেওয়ার দরকার নেই। ফোকাস রাখুক শুধু খেলায়। এটা নিয়ে অহেতুক কিছু বলার দরকার নেই। বড় ইস্যু করাও উচিত নয়।

এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে উড়িয়ে অভিযান শুরু করেছে ভারত। কপিলের বিশ্বাস ভারত ট্রফি জিতেই ফিরবে। প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলেন, আমাদের দল খুবই ভাল। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। আমাদের আশা, ওরা ট্রফি নিয়েই ফিরবে।

আমার কাছে শিখতে চাইত কুলদীপ

ফিরে দেখা আক্রমের

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেই বল হাতে ভেলকি দেখিয়েছেন কুলদীপ যাদব। আমিরশাহি ম্যাচে ২.১ ওভার বল করে মাত্র ৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট শিকার করেছেন বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনার। কুলদীপের বোলিং মন জয় করে নিয়েছে ওয়াসিম আক্রমেরও। পাক কিংবদন্তি প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার 'চায়নাম্যান'কে।

বেশ কয়েক বছর আগে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বোলিং কোচ ছিলেন আক্রম। সেই সময় খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন কুলদীপকে। কিংবদন্তি পেসার বলছেন, টি-২০ বিশ্বকাপের পর প্রথমবার দেশের হয়ে খেলতে নেমেছিল কুলদীপ। অসাধারণ বল করল। ওর মধ্যে শেখার খিদে প্রবল। আমি ওকে প্রথমবার দেখি কেকেআরে। ওই সময় কুলদীপ ও মহম্মদ শামি আমার সঙ্গে বেশিরভাগ সময় লেগে থাকত। ব্রেকফাস্ট থেকে জিম, ওরা আমার সঙ্গ ছাড়ত না। একবার তো ওদের প্রশ্ন করেছিলাম, আমি কেন ওদের এত পছন্দের। ওরা বলেছিল, আমার কাছ থেকে বোলিংয়ের খুঁটিনাটি শিখতে চায়।

আরও একটি উইকেট। কুলদীপকে অভিনন্দন।

এদিকে, কুলদীপের পাশাপাশি চমক দেখিয়েছেন শিবম দুবেও। গত আইপিএলে বেশিরভাগ ম্যাচই খেলেছিলেন ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে। তাই বল করেছিলেন মাত্র দু'ওভার। অথচ এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচে বল হাতে ৪ রানে ৩ উইকেট দখল করেছেন ডানহাতি মিডিয়াম পেসার। শিবম আবার যাবতীয় কৃতিত্ব দিচ্ছেন বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলকে। তাঁর বক্তব্য, ইংল্যান্ড সিরিজের পর থেকেই মর্নি আমাকে নিয়ে পড়েছিল। নির্দিষ্ট কিছু টিপসও দিয়েছিল। সেগুলো নিয়ে নেটে প্রচুর খেটেছি। ও আমাকে অফস্টাম্পের বাইরে একটা নির্দিষ্ট লেংথে বল করতে বলেছিল। স্লোয়ার ডেলিভারিও হাতে ধরে শিখিয়েছে। আমার রান-আপের বদল এনেছে। তাছাড়া কোচ এবং অধিনায়ক আগেই বলে দিয়েছিল, এশিয়া কাপে আমাকে নিয়মিত বল করতে হবে।

শিবম আরও বলেছেন, গত দুটো মাস নিজের ফিটনেস নিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছি। ব্যাট করার সময় আগে শর্টপিচ বলে কিছুটা সমস্যা ছিল। তাই শটের বৈচিত্র্য বাড়ানোর জন্যও খেটেছি। হার্দিক আমার ভাইয়ের মতো। ওর কাছ থেকেও অনেক শিখেছি।

গম্ভীর আসতেই অর্শদীপ বাইরে

তোপ অশ্বিনের

দুবাই, ১১ সেপ্টেম্বর : গম্ভীরের জমানায় অর্শদীপ সিংয়ের জায়গা হচ্ছে না। আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে বাঁ হাতি সিমারকে না দেখে এভাবে কোচের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

টি ২০ ম্যাচে অর্শদীপের স্ট্রাইক রেট ১৩.২৩। ৬৩ ম্যাচে নিয়েছেন ৯৯টি উইকেট। আমিরশাহি ম্যাচে প্রথম ভারতীয় হিসাবে টি ২০ ম্যাচে অর্শদীপের ১০০ উইকেট হতে পারত। কিন্তু সূর্যরা অর্শদীপকে না খেলানোর সিদ্ধান্ত নেন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেছেন, অর্শদীপ বাদ পড়ায় আমি অবাক হয়েছি। কিন্তু এটা নতুন ব্যাপার নয়। গম্ভীর কোচ হয়ে আসার পর এটা হচ্ছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অর্শদীপ একটা ম্যাচ খেলেনি। আমিরশাহি ম্যাচেও একই ঘটনা ঘটল। হতে পারে যে দুবাইয়ের কন্ডিশনের জন্য ওরা স্পিনের উপর জোর দিয়েছে। গম্ভীর যখন কেকেআরের হয়ে ট্রফি জিতেছিল, তখনও স্পিনের উপরেই জোর দিয়েছিল।

২০২৫-এ অর্শদীপ শুধু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের একটি সিরিজ খেলেছেন। তিনটি টি ২০ ম্যাচে তিনি চার উইকেট নেন। খেলেন দুটি একদিনের ম্যাচও। এরপর দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হর্ষিত রানা ও মহম্মদ শামি খেলায় তাঁর জায়গা হয়নি। এমনকী ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজে দলে থেকেও অর্শদীপ খেলার সুযোগ পাননি। একটি ম্যাচে খেলার সুযোগ পেয়ে যান অংশুল কম্বোজ। অশ্বিন বলেছেন, এই টিমটাই টি ২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত দেখতে পাব। তবে ভাল দলের বিরুদ্ধে এই কম্বিনেশন চলবে কিনা সন্দেহ। অর্শদীপ বিগ পারফর্মার। বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভাল বল করেছে। এরকম কাউকে বাইরে রাখা কঠিন। আমি জানি শিবম দুবে কয়েকটি উইকেট নিয়েছে। তবে এই কম্বিনেশনে আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না।